প্রমা

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ পত্রিকা

২০১৬-২০১৭

Saraswati Puja

Sports Inauguration 2016

Cultural Exchange Programme

প্রমা

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ পত্রিকা

দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

২০১৬-১৭

আহ্বায়ক ঃ ডঃ অনুপ কুমার মাজি
বিশেষ সহায়তায় ঃ দেবদীপ ধীবর

Prama (Annual Issue)
Durgapur Womens College Magazine - 2017

প্রকাশক ঃ
ছাত্রী সংসদ - ২০১৬-১৭

প্রচ্ছদ ভাবনায় ঃ
ডঃ অনুপ কুমার মাজি
দেবদীপ ধীবর

অক্ষর বিন্যাস ঃ
সঞ্জীব সিংহ রায়

মুদ্রণে ঃ
দুর্গাপুর প্রিন্টার্স এন্ড স্টেশনার্স
বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩
মোঃ- ৯৩৩৩৯০০২৯৯

From the Principal's Desk

Martin Luther King Jr., one of my icons in my childhood days, once said "The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character – that is the goal of true education." I have always held this to be the ideal goal of any educational institution, and I am delighted that our College has been able to live up to its billing, with a stellar performance in the recently concluded NAAC inspection, having bagged a B++ rating. I am sure that we all will come together and contribute to making this institution a life-changing experience for all the young women who come here to get an education.

Any magazine seeks to serve as a mouthpiece to articulate the voices of those who are part of an institution, and as such I am delighted that this college magazine is a veritable treasure trove of thoughts that you all share so coherently, contributing to the vision of your College. I am sure this magazine will be a valuable document to record your thoughts that will define the world we will live in tomorrow. I am equally proud to be part of this heritage that we all are creating together, capitalising on the power of collective thought and action!

আহ্বায়কের কলমে

'তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন সূর্যের মতন . . . .' হাজারো উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিশির ভেজা এক স্বচ্ছ ভোরে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হল। আত্মপ্রকাশ করল 'প্রমা'। অনেককাল ধরে 'প্রমা'র আত্মগোপন অনেকের মনে অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল। অন্ধকারের আড়াল ভেদ করে আলোতে আসাটা 'প্রমা'র পক্ষে যে কারণে জরুরী ছিল। আপাতত এই আলোচনা থেকে 'অন্ধকার' শব্দটাকে বাদ দেবো। এই শব্দটা আমার মতো 'প্রমা'র কাছেও অপছন্দের। ভীষণ কষ্টের। যন্ত্রণার। 'প্রমা'র আগমণের প্রস্তুতি পর্বে ছিল বর্ষার কালো মেঘ। সেই মেঘ সরে গিয়ে শরতের নীল আকাশ এখন শারদ প্রকৃতিতে। কলেজে। শরতের ঝলমলে আলো ছড়িয়ে পড়েছে কলেজের গোটা শরীর জুড়ে। শিউলির গন্ধ মেখে শুভ্র কাশফুলের সাজে সে এখন অপরূপা।

কলেজ পরিবেশের সাথে সাথে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'প্রমা'ও সেজে উঠেছে নতুন সাজে। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, ব্যক্তিগত গদ্য, প্রবন্ধ — এরূপ নানান স্বাদের মননশীল রচনায় পত্রিকাটির মান যেমন বেড়েছে, তেমনি একই ফ্রেমে ছাত্রীদের মনের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা অপূর্ব সব চিত্র অঙ্কন, স্টীল ফটোগ্রাফীতে কলেজের বিভিন্ন সময়কে ধরতে চাওয়ার মুহূর্ত — এরকম নানা রঙের আলিম্পনে 'প্রমা'র প্রতিটি পাতা বর্ণময়। ছাত্রী সংসদের বেশ কিছু সদস্যার নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। কলেজের খুদে সাহিত্যিকদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ, যাদের লেখা ছাড়া এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হত না। ছাত্রীদের পাশাপাশি কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মধুমিতা জাজোডিয়া, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ প্রত্যেকে তাদের আপন ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, সুচিন্তিত মতামত দিয়ে 'প্রমা'কে করেছে সমৃদ্ধ।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'প্রমা' প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তটিকে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রত্যাশিত লেখা জমা পড়লেও বিষয় ভাবনার স্থূলত্ব অথবা গুণগত মানের অভাবে সকলের রচনাকে পত্রিকার পাতায় স্থান দেওয়া গেল না। স্বাভাবিক ভাবে তাদের দুঃখ আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে। আশা করব আগামী পত্রিকার পাতায় তারা তাদের প্রতিভাকে মেলে ধরবে। অনেক অপরিণত লেখার ভিড়ে কয়েকজনের লেখা নজর কেড়েছে। আশা রাখি তাদের পরিণত মনের ছাপ পাঠক হৃদয়েও দাগ কাটবে।

সবশেষে বলব, বিশ্বায়নের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, বিষে ভরা বিশ্বাস আর নিঃশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রতিটি জীবনে গভীর প্রত্যয় জেগে উঠুক। শরতের আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের সঙ্গে শৈশবের স্বপ্নেরা ঘুরে বেড়াক। উড়ে বেড়াক লাটাইবাঁধা ছোট কাগজের ঘুড়িরা। 'কাশফুল জ্যোৎস্না' আর শরতের স্নেহমাখা বাতাসে মিশে থাক আমাদের ভাবুক মন।

ডঃ অনুপ কুমার মাজি
(আহ্বায়ক, পত্রিকা কমিটি)

Student's Editorial

This is our proud privilege to announce the launching of our prestigious college magazine 'Prama'. 'Prama' is the manifestation of our aspirations and expectations, our performances and achievements. Durgapur Women's College emphasizes on value based education to students so as to enable them not only to build up their career but also character. This motto is carried throughout the magazine.

Round the year we have celebrated and taken part in many activities. There have been Fresher's welcome, Independence Day celebration, Teacher's Day celebration, Annual Sports Meet, Annual Exhibition, celebration of our Annual Social 'Taranga', Saeaswati Puja celebration, International Women's Day celebration, World Forest Day celebration, Rabindra Jayanti celebration, College Foundation Day and others various seminars and competitions.

In our present system of education there is very little opportunity for a student to cultivate her faculties of thinking and inauguration. 'Prama' provides us with such an opportunity. We really hope for the success of this new edition of our college magazine.

Thank you!

From :

Sudipta Banerjee

&

Each and every members

of Durgapur Women's College

Student's Union

From The Desk of Durgapur Women's College Student's Union

"Where the mind is without fear and the head is held high

Where knowledge is free

Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls,

Where words come out from the depth of truth

Where tireless striving stretches it arms towards perfection

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habbit

Where the mind is led forwarded by thee

Into even-widening thought and action

Into that heaven of freedom, my Father let my country awake."

– Rabindranath Tagore

After several years, we are once again ready with our Annual College Magazine 'Prama'. It is really a privilege for us to publish our college magazine once again. We Durgapur Women's College Student's Union are really thankful to our Principal Mam, our Magazine Committee teachers and obviously our students for co-operating with us and thus finally making our dream come true. We really hope that the new edition of our college magazine will quench the thirst of the readers.

Durgapur Women's College Student's Union team has been working very hard for the upliftment and betterment of our college infrastructure and education. We have always been an integral part of the college. Not only we deal with the issues of general development of our institution but side by side we try

our level best to help and support each and every student. In the beginning of the academic session of 1017-18, our student's union team has submitted a general demand list to the administration. In the list we demanded for opening up new subjects in our college, for the renovation of college washrooms, for building up a college canteen, for renovation of our auditorium hall, for setting up disposer machine, for renovation of our student's union room, for building up basketball court, permanent stage construction, common room construction. And we are glad to say that till now we have achieve a major portion of the things that we demanded for. We are also very happy to announce that we will soon be visited by NAAC Peer Team for first cycle of accreditation.

It's an earnest request from our side to each and every student of the college to enrich themselves with various socio-economic-political knowledge and to come forward and be a part of our student's union team. We believe in unity and team work. We are thankful to our teaching and non-teaching staffs for helping us in various matters.

From the Student's Union Desk, I Sudipta Banerjee, once again convey my heartly wishes to each and every member of our Durgapur Women's College family for their support and cooperation because of which we are finally able to publish our annual college Magazine. In future, I really view my institution winning more fames and honours. Last but not the least, hats off to the entire team of Durgapur Women's College Student's Union for their spirit, enthusiasm and firm determination.

Thank you!

From :

Sudipta Banerjee

(On behalf of the entire team of

Durgapur Women's College

Student's Union

• সূচীপত্র •

১)	মাতৃঋণ	অলিভিয়া সান্যাল	১১
২)	কালবৈশাখী	আব্দুল আজিজ উস্ সুবহান	১২
৩)	একতরফা	দেবযানী	১৩
৪)	ফ্ল্যাসব্যাক	তিতাস চ্যাটার্জ্জী	১৩
৫)	অন্তর্দহন	বাবলি সাহা	১৪
৬)	রবি ঠাকুর	মৃত্তিকা বিশ্বাস	১৪
৭)	অতীত পৃথিবী	নীলাম প্যাটেল	১৫
৮)	জ্যান্ত লাশের মড়ক	মহাশ্বেতা চ্যাটার্জ্জী	১৬
৯)	মাটি ও আলিঙ্গণ	মহাশ্বেতা চ্যাটার্জ্জী	১৭
১০)	সম্পর্ক	দেবলীনা গুপ্ত	১৮
১১)	একদিন বৃষ্টিতে	অনুপ কুমার মাজি	১৮
১২)	একাকী আমি	ঋতুপর্ণা পাত্র	১৯
১৩)	বন্ধু	বীথিকা গরাই	১৯
১৪)	এগিয়ে যাও	শ্রেয়সী পান্ডে	১৯
১৫)	জীবন-দর্শন	পৌষালী চ্যাটার্জ্জী	১৯
১৬)	Why do people hasitate to have a Devi in the family ?	Sudipta Banerjee	২০
১৭)	Dear Woman, U are really very helpless!	Sudipta Banerjee	২১
১৮)	আমি মেয়ে	সোনু ধাড়া	২৩
১৯)	ভূত-অদ্ভুত	অঞ্জলী সূত্রধর	২৪

২০) মাতৃঋণ	পূজা মন্ডল	২৫
২১) আমি একজন নারী	শিল্পা রায়	২৭
২২) বিদ্যা কমললোচনে	দেবদীপ ধীবর	২৯
২৩) রেশম পথ	রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়	৩২
২৪) আলো আঁধারি	ঈশিতা মন্ডল	৩৬
২৫) শান্তিনিকেতনের পথে	তিথি বাগ ও তনিমা মন্ডল	৩৮
২৬) উঃ কী জ্বালা!!	পৃথা দে	৪০
২৭) বৈদিক দেবতা সূর্য ঃ একটি পর্যালোচনা	রুচিরা ভট্টাচার্য্য	৪২
২৮) মা	সোমা মন্ডল	৪৫
২৯) COMPUTER DEPARTMENT	Prof. Sudip Kumar Palit	৪৬
৩০) Open Air	Joyita Goswami	৪৮
৩১) Names of the Departments/Units Involved		৫১
৩২) Members of Governing Body		৫৭
৩৩) Members of Teachers Council		৫৮

মাতৃঋণ

অলিভিয়া সান্যাল
(সাধারণ বিভাগ, ২য় বর্ষ)

ভোর হলো যে খোকন সোনা এবার তুমি জাগো,
জড়িয়ে গলায় হাত দু'খানি, বলল খোকন -' একটু আরো ঘুমাতে দাও মাগো'।
ঢের হয়েছে। দুষ্টু ছেলে ওঠ এবার, শুরু হয়ে যাবে ক্লাস,
চোখটি খুলে দেখল খোকন, দোর গোড়াতে দাঁড়িয়ে মা, হাতে দুধের গ্লাস।
এমনি করেই স্কুল যাওয়া, স্কুলের থেকে ফেরা,
মায়ের খোকন হল একদিন ক্লাসের সবার সেরা।
আনন্দে মা উঠল বলে, — বড় হবি একদিন তুই জানি,
বিলেত ফেরৎ হবি রে তুই এটাও আমি মানি।
এমনি করে কয়েক বছর হয়ে গেল পার,
খোকন এখন নয় সে খোকন, সে মস্ত ইঞ্জিনীয়ার।
অফিস থেকে ফিরে একদিন, বলল হেসে হেসে —
কয়েক মাসের জন্য মাগো যেতে হবে বিদেশে।
'মৌনম সম্মতি' ভেবে মতটি নিল কেড়ে,
মনটা যতই হোক উচাটন দিতেই হল ছেড়ে।
বাবার শরীর খারাপ শুনে দেখতে এল খোকা,
বাবার সাথে শেষ বেলাটা হল না আর দেখা।
মা বলল, যাসনে রে আর, থাকবো মোরা সাথে,
'সেকি এখন সম্ভব মা' — প্রোজেক্ট অনেক হাতে।
'ডোন্ট ওরি মা' — চিন্তা কিসের ? স্কাইপ আছে সাথে,
মোবাইলটা সর্বক্ষণ রেখো কিন্তু হাতে।
সাঁঝ সকালে কইবো কথা, ভয় কি তোমার আছে ?
ভাববে তুমি খোকন তোমার সদাই আছে কাছে।
অভিমানী মা চুপ করে যায়, কয়না কিছু আর,
মা যে আমি, বোঝা উচিত, ছেলের কেরিয়ার।

কত না রাত জেগে কাটায়, না খেয়ে কতদিন,
আস্তে আস্তে মরণ কোলে হল সে বিলীন।
খবর পেল খোকা, মায়ের প্রতিবেশীর ফোনে,
দেখল এসে শূন্য ঘরে, প্রদীপ খানি জ্বলছে যে এক কোণে।
"লক্ষী মাগো ফিরে এসো থাকবো মোরা সাথে"
সেদিন অনেক কাঁদল খোকন মায়ের ছবি হাতে।
অনেক টাকা খরচ করে করল ক্রিয়াকর্ম,
মনকে সে বুঝিয়ে দিলো এটাই ছেলের ধর্ম।
রিটার্ন টিকিট কাটাই ছিল, এলো ফেরার দিন,
আকাশ পথে উড়ল খোকন, শুধে মাতৃঋণ।

কালবৈশাখী

আব্দুল আজিজ উস্ সুবহান
(অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ)

বৈকালে বৈশাখী ঝড়ে
রাশি রাশি আম পড়ে
আমরা কিশোর দলে দলে
ছুটে যাই গাছের তলে
নেই কোন ভয়
ঝড়ে কিবা হয়
বড়রা আগলে বসে
ধমকানি দিক যত কষে
গোপন সে হাতছানি
আমাদের নেয় যে টানি
সামলানো দায় —
কোন ইশারায়।

একতরফা

দেবযানী
(বিজ্ঞান বিভাগ, ২য় বর্ষ)

সময় পেরিয়ে যায় কত কথা জমে থাকে
অন্ধকার মনের আঙিনায় —
রঙিন স্মৃতিগুলি আজ রং হারিয়ে মনের আকাশে।
এক কোণে জমতে থাকে ঘোলাটে মেঘের মতো।
স্বপ্নের নতুন সাজ রামধনুর ধু ধু আকাশে বিলুপ্তি হয়
আর ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে !
নিস্প্রাণ অক্ষরগুলি পাশাপাশি বসে শুধুই শব্দ তৈরী করে,
সেগুলো রয়ে যায় গোপনে ডাইরীর পাতায়,
আর অধ্যায়ের পর অধ্যায় লেখা হয়ে থাকে জীবনটা
আগোছালো আনমনা একাকী মনে —
অস্থিরতা জাগে।।
আমার মনের অবস্থাটা কোনোদিনও বোঝার চেষ্টা করোনি,
তাই তোমায় না জানিয়ে আমার একতরফা ভালোবাসা
তোমায় খোঁজার চেষ্টা করে —
ঝাপসা চোখে নিস্তব্ধ নির্জনে।।

ফ্ল্যাসব্যাক

তিতাস চ্যাটার্জী
(বাংলা বিভাগ, ২য় বর্ষ)

হঠাৎ যাবে বলে এসেছিল মুহূর্ত,
কখনও মনে পড়লে আমি বিমূর্ত।
দূর মেঘের কাছে জমা আছে ধুলো,
গোধূলিতে ঝড় হয়ে ছোঁয়া দিয়ে গেলো।
যদি জীবনের খাতা থেকে পাতা উড়ে তো উড়ুক,
বলা হোক, যা গেছে তা গেছে থাক বাকিটুক।
অতীতের ভুলে যাওয়া কিছু পিছুটান,
এত কিছুর পরও তার দিতে হয় প্রতিদান।
সত্যি বলতে অনেক বলিষ্ট দ্বিধা আছে,
চুপি চুপি ফ্ল্যাসব্যাক অবাধে নাড়া দিচ্ছে।
সব আলো হয়ে আসে যখন ঝাপসা,
তুমি আমার চোখে ছবি কাঁপা কাঁপা।
স্বপ্নগুলো শুধুই কি ছিল ফ্ল্যাসব্যাক ?
পূরণ হল না তাই মনের গভীরে হোলব্ল্যাক।

অন্তর্দহন

বাবলি সাহা
(২য় বর্ষ)

কষ্ট আমি এখনও পাই
তোর অল্প কথার মোচড়ে,
নাইবা চোখে রাখলি চোখ
জেতাবো তোকে, আমার হারে।

দুটো মাথায় একটা ছাতা
চার পা যখন বৃষ্টিতে,
ভিজত আমার সবকিছু
তোকে শুকনো রাখার চেষ্টাতে।

আজও আমি প্রদীপ জ্বালাই
হারিয়ে গেছে নিজের ছায়া,
পাঠাবো তোকে রাজার ঘরে,
এটাই আমার শেষ পাওয়া।

লক্ষ্মী সবার থাকে ঘরে
তুই তো থাকিস আমার বুকে,
আলপনা দিয়ে রোজ শরীরে!
মরতে দেখি, রোজ নিজেকে।

রবি ঠাকুর

মৃত্তিকা বিশ্বাস

ঠাকুর বাড়িতে জন্ম তোমার
নাম যে তোমার রবি।
ভুবনমোহিনী কবিতা লিখে
তুমি হলে বিশ্বকবি।
নোবেল প্রাইজ পেলে তুমি
লিখে গীতাঞ্জলী।
গান-গল্প-রূপক নাটক
সবেতে সমান দৃষ্টি।
জগৎবাসী পেল তাই
তোমার মহান সৃষ্টি।
২৫শে বৈশাখ জানাই তোমায়
মোদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।
মনের খাতায় থাকবে লেখা
শুধু তোমার নাম।
আজও মোরা জানাই তোমায়
শতকোটি প্রণাম।

অতীত পৃথিবী

নীলাম প্যাটেল
(২য় বর্ষ)

বসেছিলাম লিখতে
ছোটো এক ম্যাগাজিন।
কলম হাতে ভাবতে ভাবতে।
পৌঁছে গেলাম সুদূর চীন।
প্রাচীন পৃথিবী, ছিল হিমে ঢাকা
হঠাৎ সূর্য এসে তাদের সাথে করলো দেখা
শীতাবৃত পৃথিবী করলে নমস্কার;
এলো আলো, কাটলো অন্ধকার
তুমি ধারায় আনলে জীবন
সাদরে করলে, সবুজকে বরণ।
সেই সবুজের সাথেই এলো
ওই আদিম মানুষ
দু'জনে বসে করলো পরামর্শ
তাদেরই ডাকে গড়ল নতুন বিশ্ব
মুক্ত আলো, মুক্ত বায়ু, মুক্ত জীবন ধারা।
ধুলো, ধোঁয়া, হিংসায় ভরা
কলুষিত হল এবার তারা।
কোথায় গেল সেই পৃথিবী হারিয়ে।
মুক্ত হোক বিশ্ব, বর্বরদের তাড়িয়ে।
মুক্ত হোক বিশ্ব বর্বরদের তাড়িয়ে।

দুটি কবিতা

(১)

জ্যান্ত লাশের মড়ক

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জ্জী
(অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

মড়ক লেগেছে আজ!
শ'য়ে শ'য়ে জ্যান্ত লাশ
হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে সর্বত্র ...
সাকিন-ঠিকানা নেই,
নেই অস্তিত্ব, নেই লক্ষ্য;
নেই কোনো সৃষ্টিসুখ!!!
রয়েছে শুধুই মনস্তাপহীন দাপাদাপি।

মড়ক লেগেছে আজ!
দ্বিধান্বিত সত্তা; তুমুল বেগে
দিগ্বিদিক উন্মত্ত হয়ে কেবল ছোটা!
গ্রাম, শহর, মাঠ পেরিয়ে
তীব্রবেগে ধাবমান আজ তারা ...

জ্যান্ত লাশেদের ছুটে চলার বিরাম নেই ...
মড়ক আজ যেন ধারণ করেছে -
মহামারীর মত তীব্র ধ্বংসাত্মক রূপ।
সান্ত্বনার দু'চার ফোঁটা
শান্তি বারিও বর্ষিত হয় না!
অন্তর্যামী লাশেদের অবস্থার
রদ্‌বদল কই! ঘটে না'তো আজও।

(২)

মাটি ও আলিঙ্গন

মাটি - মাটি - মাটি
এতো মাটি !!!
কপাল থেকে চোখ হয়ে চিবুক
স্পর্শ করছে মাটি;
চতুর্দিকে শুধুই মাটি ...
আলিঙ্গনের হৃদয় আনন্দে মাতোয়ারা
ও যেন প্রবেশ করছে মাটির অন্দরে।

১২০০ স্কোয়ের ফিটের ফ্ল্যাটে
দশ-বারোটা কৃত্রিম গাছ শোভা পাচ্ছে।
বিরাট, বিরাট স্কাইস্ক্রোপারের সারি ছাড়িয়ে
কতদিন মাটির দিকে তাকায়নি আলিঙ্গন!

মাটি... মাটি... মাটি...
মাটির স্তূপ থেকে
অনবরত মাটি পড়ছেই,
যেন খুব চেনা আদর আজ স্পর্শ করছে তাকে;
গোটা শরীর মাটির তলায় ঢুকে গেছে,
কই! ভয় তো লাগছে না!
পাগলের মতো
গন্ধ শুকছে; সে মাটির...

মাঠের আলোর ফাঁক দিয়ে
ক্লান্ত বাবার আবছা মুখ ভেসে আসছে...
বাবা শান্ত স্বরে বলছেন —
খোকন, 'দেখো, পলিমাটির চর ওটা
ধান ফলাই ওতে আমি'।
কানে আসছে...
স্কুলের অবনী মাস্টারমশায়,
বলছেন - 'মাটির প্রকারভেদ'
কোন্‌টা এঁটেল মাটি, কোন্‌টা দোঁয়াশ...
অস্ফুটে মা'র কণ্ঠ কানে আসছে;
'বাবু এই হলো দেশের মাটি
এই মাটিকে প্রণাম করেই তো,
তোর বাবা, প্রতিদিন মাঠে যান।
বাবু, মাটিই তোমার আরেক মা'।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল...
স্বপ্ন!!!
'স্বপ্ন দেখছিলাম'!!!
নিজেকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না আলিঙ্গনের!
বুক ভরে যাচ্ছে ভেপোরাইজারের বিষে,
কই ... সেই মাটির গন্ধ ???

১২০০ স্কোয়ের ফিটের সাজানো ফ্ল্যাট থেকে
একছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে,
মাটিকে বার, বার চুমো খাচ্ছে ...
দু'চোখ ছাপিয়ে;
অঝোর ধারায়, আলিঙ্গনের অশ্রু
বয়তে-ই লাগলো...

সম্পর্ক

দেবলীনা গুপ্ত
(অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ)

ছুঁড়েছো ঢিল, ছুঁড়ছি পাথর
বুকের মধ্যে ভাঙছে যে ঘর।
রক্তধারার ফল্গু স্রোতে,
নিত্যদিনের অবগাহন।

অহংকারের বর্ম সরে
মন সরসীর একটুকু ঢেউ।
দেখতে পেলেই লোলুপ চোখে,
হান্‌ছো আঘাত নিপুণতায়।

মেলার ভীড়ে হাজার একা
রঙের প্রলেপ, বিবর্ণতা
উল্লাসের ঐ পর্দা ছিঁড়ে
চকিত্ দেখা অণুলেখা।

একদিন বৃষ্টিতে

অনুপ কুমার মাজি
(অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

অনেকদিন পর আজ বৃষ্টিতে ভিজছি
আমার সামনের বকুল গাছটাও লজ্জাবনত
কুমারী মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ভিজছে।
প্রথম বর্ষায় ভেজার আনন্দ ওর সারা শরীর জুড়ে
পাতা থেকে ডাল, ডাল থেকে কাণ্ড —
গা-ধোওয়া জল এখন শিকড় অভিমুখী।

বৃষ্টির ফোঁটা চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে
ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা নীল পাহাড়টাকে
বৃষ্টির সোহাগ মেখে পাহাড়ের পুরুষ হৃদয়
নব পুলকে বার বার শিহরিত হয়ে
ছলকে ছলকে পড়ছে আফলা জমিতে।

বৃষ্টির ফোঁটা ধুইয়ে দিচ্ছে পথিকের
পুরানো পায়ের ছাপ, ধুয়ে যাচ্ছে
পুরানো স্মৃতি ছোট ছোট সম্পর্ক
ছোট ছোট পথ চলা।

ইচ্ছে হয় আমিও পথের মতো ভিজি
আমার মনের কোণে জমে থাকা ময়লা
ধুয়ে যাক বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে।

একাকী আমি

ঋতুপর্ণা পাত্র
(ছাত্রী, ইংরাজী বিভাগ)

এই যে গোলকধাঁধা যাবো কোন্ দিকে
আমি কি এগিয়ে গেলাম নাকি পিছিয়ে ?
এই যে কঠিন সময় সামনে
আশা নিরাশার মাঝে একলা দাঁড়িয়ে
কেউ বলে, পড়ে যাও, ডিগ্রি বাড়াও
কেউ বলে, চাকরিটা তোকে করতেই হবে মনা
কেউ বলে, বয়স তো হল, বিয়েটা করে নিয়ে।
এবার বাবা-মা-কে মুক্তি দে।
মুক্তি ? এ কেমন মুক্তি বুঝি নি আজও আমি
ঠিক ভুলের মাঝে আমি একাকী।।

জীবন–দর্শন

পৌষালী চ্যাটার্জ্জী

দম বন্ধ হতাশ মানুষ করছে হাহাকার
দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ মিলছে না কো আর,
এই তো আছে, এই তো নেই সবই ফাঁকি ভরা
ছটফটিয়ে মরছে সবাই যায় না কিছুই ধরা,
মেশার কাজল লাগিয়ে চোখে হাতড়ে বেড়ায় আশা
জীবন টাকে দিচ্ছে ঢেলে খেলছে যেন পাশা!
এমনি করেই দিন কেয়ে যায় চলছে বাঁধা গৎ
জীবন টা কে গড় করি তাই করি চন্ড বৎ।

বন্ধু

বীথিকা গরাই
(ছাত্রী, বাংলা বিভাগ)

তোমায় সূর্য ভাবিনা যে
ডুবে যাবে,
তোমায় নদী ভাবিনা যে
বয়ে যাবে,
তোমায় ফুল ভাবিনা যে
ঝরে যাবে,
তোমায় বন্ধু ভাবি তাই
চিরদিন রয়ে যাবে।

এগিয়ে যাও

শ্রেয়সী পান্ডে
(ছাত্রী, রসায়ন বিভাগ)

জীবনের সমস্ত বাধা হোক না
পাহাড়, পর্বত কিংবা সমুদ্রের মতো উত্তাল ঢেউ
সব কিছুই ম্লান হয়ে যায়
সূর্যের সুশোভিত রশ্মির আলোয়।

মিলিয়ে যায় জীবনের প্রতিটি দাগ, ক্ষত ও যন্ত্রণা
এগিয়ে যাওয়ার জন্য চাই কেবল
সূর্যের মতো দীপ্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়োগ ও আত্মনিষ্ঠা

এগিয়ে যাও, যতদূর তোমার চোখ যায়
প্রস্ফুটিত হও শতদলের পাপড়ি মতো
খুঁজে নাও জীবনের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ।

Why do people hasitate to have a Devi in the family ?

Sudipta Banerjee

People pray for a son not for a
daughter,
They desire a boy not a girl.
Blessings of elders for male,
Not for female.
They love to have a boy,
Not a girl
But.....

In need for wealth,
They go to the Goddess Lakshmi
In need of courage,
They go to the Goddess Durga
In need of education
They go to the Goddess Saraswati
Now tell me ?
Why do people hesitate
to have a Devi in the family ?

Dear Woman, U are really very helpless!

Sudipta Banerjee

Dear woman, if you are beautiful.....
your man will never trust you
if you are ugly then he
will not like to see you.
Really woman, you are very helpless!!

Dear woman, if you are highly educated
then your man will always suffer
from a sense of inferiority.....
if you are uneducated
then this world will ignore you.
Really woman, you are very helpless!!

Dear woman, if you are born of a poor father
You will always be condemned of it
Again, if you are born of a rich father
Your man will always try to subsidised you.
Really woman, you are very helpless!!

Dear woman, if you are a housewife
You will be criticised as conuentional
if you try to be modern
then you will be referred to as a
bad creature with very touch of modernism
Really woman, you are very helpless!!

Dear woman, you are referred as
'the angel of the house'
and is always asked to live within
the four corners.
But the moment you want to get
out of these four corners and try to
see the limitless sky .....
all your angelity vanishes then and there,
Really woman, you are very helpless!!

আমি মেয়ে

সোনু ধাড়া
(বাংলা বিভাগ, ২য় বর্ষ)

আমি মেয়ে, যে দিন জন্মেছিলাম, ঠাকুমা তুলসী তলায় মাথা ঠুকেছিল। গতরাতে নিজের তৈরি নাড়ু ফেলে দিয়েছিল গরুর ডাবায়। বাবার মুখ ছিল গম্ভীর, মায়ের মুখে এক পাপবোধ। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, পরেরবার নিশ্চয়ই ঠাকুর মুখ তুলে চাইবে। বুঝেছিলাম, আমি পরিবারে আনন্দ নিয়ে আসি নি।

আমার বয়স এখন চার, আজ আমার একটা ভাই হয়েছে। সারা বাড়ি জুড়ে সে কি আনন্দ। কেবল নাড়ু নয়, বাবা মিষ্টি বিলি করেছে। সব্বাই বলেছে, ভগবান এতদিন বাদে মুখ তুলে চেয়েছে। চার বছরের আমি শুধু উত্তর পাই-নি, আমার জন্মের দিনটা কেন অন্যরকম ছিল ?

সেই আমি এখন আঠারো বছরের। ঠাকুমা, বাবার হুকুম হয়েছে আর পড়া নয়। বই, খাতা, রঙ, পেনসিল ছেড়ে এবার শিখতে হবে সংসারের কাজ। সময় হয়েছে, এ বাড়ি ছেড়ে আর এক বাড়ি যাওয়ার। ভাই স্কুলে যায়, বাবার ইচ্ছে ও যতদূর পারে পড়ুক। আমার কেন পড়া হবে না — না, এর কোন উত্তর পাইনি।

আমার বয়স এখন আঠাশ। বিয়ে হয়ে গেছে এগারো বছর আগে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে। মেয়ে হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির কেউ কয়েকদিন আমার সাথে কথা বলে নি। কেন ? না, এরও কোন উত্তর পাইনি।

সেই আমি আজ পঞ্চাশের গোড়ায় বাপের বাড়িতে এসেছি। বাবার আর কয়েক মুহূর্ত, ভাই চাকরী করে, সময় পায়নি আসার। শেষ সময়ে আমি দিয়েছিলাম বাবার মুখে দুফোঁটা জল। সব্বাই বলেছিল, লোকটার কপাল খারাপ, শেষ সময়ে ছেলের হাতের জলটুকুও পেল না। আমার দেওয়া জলে দোষ কোথায় ? না, এরও কোন উত্তর পাই নি।

আমি এখন পঁচাত্তরের বৃদ্ধা, জীবনের শেষ কটি ক্ষণ আর বাকি। আমার ছেলেটি বড় ব্যস্ত। চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, লোক জোগাড় করছে। আর, আমার মেয়েটি চুপচাপ। নীরবে আমার পায়ের সামনে বসে আছে। ওর যে কোন স্বাধীনতা নেই। সমাজের সকলের মন জুগিয়ে যে ওকে চলতে হয়। নীরবে দু'চোখের কোণ দিয়ে কেবল গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল। মেয়ে ছেলে কেন এত তফাৎ এর কোনো উত্তর পাই নি। আমি আবার জন্মাতে চাই, জন্মাতে চাই একজন মেয়ে হয়ে। পুরুষের চোখে জগৎ দেখব বলে নয়, জগৎ দেখব একজন মেয়ের চোখে।

ভূত-অদ্ভুত

অঞ্জলী সূত্রধর
(বাংলা বিভাগ, ২য় বর্ষ)

অনেকদিন আগেকার কথা, পাহাড়পুর নামে একটা গ্রাম ছিল। চারপাশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। গ্রামটি ছিল ছবির মতো সুন্দর। তা হলেও গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। চারপাশে পাহাড় থাকার কারণে আর পাঁচটা গ্রামের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও ছিল কম। এখনকার মতো গ্রামে গ্রামে স্কুল সে সময় ছিল না। পাহাড়ী পথ পেরিয়ে দূর গ্রামে লেখাপড়া শিখতে এ গ্রামের কেউ যেতও না। গ্রামের মধ্যে কৃষিজমি কম হওয়ার কারণে চাষবাসও তেমন একটা হত না। গ্রামের মধ্যে এত অসুবিধা থাকলেও গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা কেউ কোনদিন ভাবত না। পাহাড়গুলোকে তারা দেবতার মতো পূজা করত। তবে এই পাহাড় গুলোর মধ্যে একটা পাহাড়কে গ্রামের লোকজন আলাদা নজরে দেখত। এই পাহাড়টির ভেতরে ছিল একটা গুহা। গ্রামের সকল মানুষেরা বিশ্বাস করত যে সেই গুহার ভেতর ভূত থাকে। এই অন্ধবিশ্বাস নিয়ে তারা দিন কাটাতে থাকে একদিন গ্রামের কয়েকজন সাহসী মানুষ তাদের এই ভয় দূর করতে সেই গুহায় প্রবেশ করে। তারপর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলে এই গ্রামের মানুষদের অন্ধবিশ্বাস এক অটুট বিশ্বাসে পরিণত হয়। এই ভয় নিয়েই তারা দিন কাটায়। সন্ধ্যের পর গ্রামের আর কেউ সেই গুহার পাশে যাওয়ার সাহস পেত না। হঠাৎ একদিন বিজ্ঞান বিভাগের দুটি মেয়ে সেই গ্রামে ঘুরতে আসে। গ্রামে এসে তারা গ্রামটিকে পর্যবেক্ষণ করে এবং জানতে পারে এই ভয়ঙ্কর গুহার কথা। কয়েকজন গ্রামের মানুষ সহ তারা গুহায় যায় সকালবেলা। কিছুদূর প্রবেশ করতেই মনে হয় তাদের কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে। এই ঘটনার পর তারা বেরিয়ে আসে এবং তার পরের দিন সেই মেয়ে দুটি এবং কিছু গ্রামের মানুষ অক্সিজেন মাস্ক পরে আবার গুহায় প্রবেশ করে। সেখানে কিছু দূর যেতেই দেখতে পায় একটি নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারা সেই জল ও জলে পড়ে থাকা কয়েকটি পাথর সাথে করে নিয়ে আসে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করার পর জানা যায় যে সেই নদীর জলটি ছিল অ্যাসিড মিশ্রিত এবং পাথরগুলি ছিল চুনাপাথর। ফলে চুনাপাথর ও অ্যাসিড মিশ্রিত জলের সংমিশ্রণে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড তৈরী হয়ে গুহার ভেতরের পরিবেশকে দমবন্ধ করে রাখে। এর ফলেই অক্সিজেনের অভাবে মানুষ মারা যায়। এই কথাটি প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে গ্রামের মানুষেরা নির্ভয়ে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।

মাতৃঋণ

পূজা মন্ডল
(বাংলা বিভাগ, ২য় বর্ষ)

সুমিতা দেবী চৌরাস্তার মোড়ে আধঘন্টা ধরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন নির্মলাদেবী তার দিকে হাসি মুখে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে তিনি বললেন তার কন্যা অনিতা চাকরি পেয়েছে। অনিতার বিয়ে হয়েছে চার বছর হল। বিয়ের পরে চরম সংঘর্ষের ফলেই তার এই সাফল্য তা সুমিতাদেবী জানতেন। অনিতার সাফল্যে সুমিতাদেবী খুব আনন্দিত। কিন্তু, কোথাও একটা হতাশার ছাপ তার মুখে দেখা গেল।

অজিত বসু, সুমিতা দেবীর স্বামী বছর কুড়ি হল গত হয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর কারণে সংসারের সকল দায়দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। তিনি সেই সময় জীবনে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। জীবনের এমন কঠোর পরিস্থিতিতেও তিনি নিজেকে দুর্বল হতে দেননি এক মুহূর্তের জন্যও; সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

অমিত একজন ২৫ বছরের সুদর্শন যুবক। সুমিতা দেবীর একমাত্র পুত্র। যাকে ঘিরেই তার জীবন চলছে আজ ২০ বছর ধরে। চরম দারিদ্র ছাড়া আরও কত না সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। সারা জীবন ধরে। এখন শুধু একটাই স্বপ্ন দেখেন অমিত কবে চাকরি পাবে এবং তিনি বিশ্রাম পাবেন এই ক্লান্ত জীবন থেকে।

নির্মলা দেবীর সঙ্গে বাসে চেপে সুমিতাদেবী তার নিজের বাড়ির কাছে এসে নামলেন। নির্মলাদেবী তাকে বিদায় জানিয়ে নিজের বাড়ির দিকের রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলেও সুমিতাদেবী কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঘরে ফিরে আলো জ্বালতেই দেখেন তার ছেলে অমিত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল তার একটা ইনটারভিউ আছে। সুমিতাদেবী তাকে না ডেকে রান্না ঘরে চলে গেলেন।

পরের দিন অমিত মাকে প্রণাম করে ইনটারভিউ-এর জন্য বেরিয়ে পড়ে। ঠাকুর ঘরের সামনে বসে থাকেন সুমিতাদেবী সারাদিন। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হল, দরজা খুলতেই সামনে ছেলের হাসি মুখ দেখেই তিনি আনন্দিত হয়ে পড়েন; অমিতকে কিছু বলার প্রয়োজনই হয় না। তবে, অমিত যখন বলে এই চাকরির কারণে তাকে বিদেশে পাড়ি দিতে হবে তা শুনে এক মুহূর্তে সব আনন্দ যেন লুকিয়ে যায়। ছেলেকে যে সে বড় ভালোবাসে। সে ছাড়া এ পৃথিবীতে তার কেউ নেই। তার মনে হয় যেন সে ছেলেকে বলে — কোথাও যেতে হবে না, সে তাকে কোথাও যেতে দেবে না ...। তবে তা শুধু মনেই থেকে যায় মুখে কিছু বলতে পারে না। কারণ তিনি জানেন এমনটা করলে তার ছেলের স্বপ্ন ভেঙে যাবে। বুকে তীব্র যন্ত্রণা চেপে রেখেও সন্তানের সুখের কথা ভেবে মুখে কিছু বলেন না।

এক সপ্তাহ পর তার ছেলে চলে যায় তাকে ছেড়ে বিদেশে। প্রতিবেশীরা বলতে থাকে 'কপাল করে ছেলে পেয়েছো সুমিতা।' 'তোমার নাম উজ্জ্বল করেই ছাড়লো তোমার ছেলে।' নির্মলা দেবীও বললেন এমন

সাফল্য কম জনের জীবনে আছে। সবাই তো নিজের নিজের মতামত দিয়ে চলে গেল, সুমিতা দেবী একা বাড়িতে রয়ে গেলেন।

দিন যায়, মাস যায়, ছেলের কোনো ফোন আসে না। অবশেষে একদিন ছেলের ফোন আসে, সে বলে সে খুব ভালো আছে সেখানে। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তার। সে চায় সুমিতাদেবীও যেন তার কাছে চলে আসে। দু মাস পর সে আসবে এবং মাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। সুমিতাদেবীর মনে আনন্দ আর ধরে না। দুই মাস সে কীভাবে কাটাবে খুঁজে পায় না। ছেলেকে এত দিন ছেড়ে কীভাবে বেঁচে আছে শুধুমাত্র সেই জানে।

অবশেষে দু মাস পর তার ছেলে বাড়ি এল। ছেলেকে দেখে সুমিতা দেবী অবাক হয়ে গেলেন। যেন অন্য কোনো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। তার পোষাক-আসাক একেবারে সাহেবীআনায় পূর্ণ। সে তার মাকে বলে দুই দিনের মধ্যে তাকে রওনা দিতে হবে। সুমিতাদেবী আনন্দে আত্মহারা, ছেলের এই সাফল্যে। তার জীবনের সকল সংঘর্ষকে নিজের সামনে সফল হতে দেখেছিলেন তিনি। অবশেষে দু-দিন পর অমিত তার মাকে নিয়ে রওনা দিল। প্রতিবেশীরা সবাই বিদায় জানালো।

সুমিতাদেবী এয়ারপোর্টে বসে আছেন। অমিত চেকিং-এ গেছে। তিনি আধঘন্টা হল বসে আছেন। একঘন্টা পেরোলো। এভাবে বেশ কয়েকঘন্টা পেরিয়ে গেলো। অমিত তাও ফিরলো না। সুমিতাদেবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তাকে খুঁজতে লাগলেন। এয়ারপোর্টে খোঁজখবর নিয়েও কোনো লাভ হল না। সেখানকার সিকিউরিটি ও পুলিশ-এর কাছে জানালে তারাও কিছু করতে পারলেন না। কারণ অমিত নামের কোনো ব্যক্তি এয়ারপোর্টে ছিলই না।

সারাদিন এভাবেই কেটে গেল, অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় তিনি ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। নিজের ঘরে এসে দেখেন ঘরের তালা খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে। দরজায় কড়া নাড়তেই একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন — 'আপনি কে ?' .....

আমি একজন নারী

শিল্পা রায়
(বাংলা বিভাগ, ২য় বর্ষ)

'আমি একজন নারী' কোনো একটি মেয়ের গল্প নয়, বরং সমাজের সেই সব মেয়েদের নিয়ে লেখা, যারা প্রতিদিন, এমনকি প্রতিটি ঘন্টায় ও মিনিটে অবদমিত হচ্ছে। হরণ করা হচ্ছে তাদের স্বপ্নকে, ইচ্ছাকে এবং স্বাধীনতাকে। ভারত একটি স্বাধীন দেশ, সবার মতে বর্তমান সমাজ নাকি বদলেছে, কিন্তু মেয়েদের কাছে তো সমাজ বদলায় নি। হয়তো সমাজের কিছু নিয়ম বদলেছে, কিছু নতুন নিয়মেরও প্রচলন হয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষের তো মানসিকতা বদলায়নি, যারা ভাবে মেয়েদের নিজস্ব কোনো মতামত নেই, তাদের জোর গলায় প্রতিবাদও করতে নেই, তাতে যদি সেই মেয়েটির সাথে যত বড়ই অপরাধ করা হোক না কেন, তাদের নিজেদের পছন্দ মতো পোষাকও নাকি পরতে নেই, আরো কত কী। মেয়েদের পোষাকের ভিত্তিতে যারা তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বংশ নির্ধারণ করে, তাদের কি মানসিকতা আদৌ উন্নতি হয়েছে ? সেই সমস্ত মানুষ কেন স্বীকার করে না যে তাদের বিকৃত মস্তিষ্ক ? পোষাকের ভিত্তিতে যারা মেয়েদের নগ্নতা বিচার করে তারা কেন স্বীকার করে না যে তাদের মস্তিষ্ক নগ্ন ? বর্তমানে মেয়েরা, ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজের বিভিন্ন পদে তাদের যোগ্যতাকে প্রমাণ করছে। তবুও কেন বেশীরভাগ বাড়িতেই কন্যা সন্তান জন্মানোর পর শোকের ছায়া নেমে আসে, কেন সেই জন্মদাত্রী মাকে অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে সে অপরাধ করেছে, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াটা কী পাপ ? কেন সমাজ বোঝে না যে কন্যা বা পুত্র যাই হোক না কেন তার উপর জন্মদাত্রী মায়ের কোনো প্রভাব থাকে না। যখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নারী রূপিণী দেবী মূর্তির পূজা করা হয়, ওনার আশীর্বাদ কামনা করা হয় তার পরেও যখন কোনো কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, সমাজ কেন মেনে নিতে পারে না? যে সমস্ত বাবা, মা-এর কাছে তাদের কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে, নিজেদের মনে কোনো অপরাধ বোধ থাকে না এবং যারা তাদের না পাওয়া ইচ্ছাগুলি, স্বপ্নকে কন্যার মাধ্যমে পূরণ করতে চায়, সেই সমস্ত বাবা-মা কে কেন সমাজ বার বার বুঝিয়ে দেয় তারা অসহায়, মেয়েদের বেশি দূর পড়িয়ে কোনো লাভ নেই কারণ একদিন তাদের নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যের বাড়ি যেতে হবে। তার থেকে তারা যদি পুত্র সন্তান জন্ম দিত তাহলে বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের দেখাশুনা করত, তাদের সেবা করত। কিন্তু সেই সমস্ত নগ্ন মস্তিস্কের মানুষরা কেন বোঝে না যে পৃথিবীতে কত পুত্র সন্তানের জন্মদাতা পিতা এবং জন্মদাত্রী মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধাশ্রমে কাটাতে হচ্ছে। একজন নারী হিসাবে এই সমস্ত অপমানকে আরও অসহ্যকর লাগে যখন, এই সমস্ত মূল্যবান ভাষণ গুলি আর একজন নারীর কাছ থেকেই আসে। নারীদের অপমান এবং কন্যা সন্তানের ভ্রূণ নষ্ট করা ততক্ষণ পর্যন্ত থামবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন নারী আর একজন নারীর সম্বন্ধে এই রকম চিন্তা ভাবনা বন্ধ করবে। কেন সমাজ সেই বাবা মাকে অসহায় মনে করে যাদের শুধু কন্যা সন্তান আছে, কোনো পুত্র সন্তান নেই ? সমাজ কেন মনে করে যে কন্যা সন্তান জন্মদাত্রী মাতা পিতাকে যা খুশি তাই তাই বলা যায় কারণ ওরা বৃদ্ধাবস্থায় পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে, ওদের তো পুত্র সন্তান নেই তাই সমস্ত অপমান সহ্য করেই চলতে হবে।

সমস্ত মানুষই এই কথাটা জানে যে 'একটা পুরুষ যখন শিক্ষিত হয় তখন একটা পুরুষই শিক্ষিত হয় কিন্তু যখন একটা নারী শিক্ষিত হয় তখন পরের প্রজন্ম শিক্ষিত হয়'। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের আঠারো বছর হতে না হতেই বিয়ের প্রস্তাব সমাজ দিতে থাকে, মেয়েরা যে একটা উচ্চপদে নিয়োগ হতে পারে, তার যোগ্যতা যে একটা নারীর থাকতে পারে, এই কথাটা অনেক নারীও এখনো পর্যন্ত ভাবতে পারে না, একজন নারী কখনই পুরোপুরিভাবে তার স্বাধীনতা পায় না। যখন সে 'কন্যা' রূপে থাকে তখন তাকে পরিবারের সদস্যের সম্মানের কথা ভেবে কখনো কখনো তাদের স্বপ্নকে পরিবর্তনও করতে হয় আবার যখন 'স্ত্রী' রূপে থাকে তখন শুধুই স্বামীর সম্মানের কথাই ভাবতে হয়। যখন 'মাতৃ' রূপে থাকে তখন শুধু সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে তাদের স্বপ্নকে বলিদান দিতে হয়। তবে নারীরা প্রত্যেকটা রূপেই সফল। তাই শুধু বছরের কোনো একদিন নারী দিবস পালন না করে, বছরের প্রত্যেক দিনেই যদি নারীদের সম্মানের কথা ভাবা যায় তাহলে আলাদা করে কোনো দিবস পালন করার প্রয়োজন নেই। আমিই সেই নারী যেই নারীর গায়ে আগুন লাগিয়ে বা কখনো বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমিই সেই নারী যেই নারীর মুখে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আমি সেই নারী যেই নারী এই সমস্ত অপরাধের প্রতিবাদ লেখার মাধ্যমে জানাবো। আর আমিই সেই নারী, যার স্বপ্ন পূরণের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

আমি একজন নারী হিসাবে এই প্রশ্নগুলি সমাজের কাছে জানতে চাই। নারী হওয়ার জন্য শৈশব থেকে যে অপমানগুলি পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে পেয়েছি, সেই উপলব্ধিটিকেই আমি এই গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছি। তবে এই গল্পটির মাধ্যমে সমাজের সমস্ত মানুষের মানসিকতাকে তুলে ধরা হয়নি। পৃথিবীতে অনেক মানুষই আছে যারা নারীদের সম্মানের কথা ভাবে, বরং কিছু সংখ্যক মানুষের নগ্ন মানসিকতাকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যারা এই গল্পটি পড়বেন তারা দয়া করে আমার প্রশ্নগুলিকে একবার ভেবে দেখবেন। আমার গল্পটি পড়ার মাধ্যমে যদি কিছু সংখ্যক মানুষেরও মানসিকতা বদলায়, আমার লেখা স্বার্থক হবে।

গল্প

বিদ্যা কমললোচনে

দেবদীপ ধীবর
(অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

(১)

'সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমললোচনে...' ঘ্যান ঘ্যান করে শেষবার বলে চলেছেন অনন্ত চাটুজ্যে। স্কুলের সবার মতো বোসদের টুসকিও সকাল থেকে কিচ্ছু খায়নি, তার ছোট্ট ছোট্ট হাতদুটিতে কয়েকটা ফুল চাপা। মন্ত্র শেষ হতেই অনেকগুলো ফুল টুপ-টাপ সোঁ-সোঁ করে ছুটে এল মা সরস্বতী মূর্তিটার পা বরাবর। হাঁসটার গায়েও ঠেকল গোটা কতক। স্কুলডাঙ্গার হলঘরটা আজ ফল-ফুল-ধূপের গন্ধে ভরপুর। পূজো হয়ে গেছে। হেডমাস্টার নীলরতনবাবু তদারকি করছেন পুরো পুজোটাই।

— 'অ্যাই তোরা প্রসাদ নে। এমনি করে না, লাইন কর একটা।' —

প্রাইমারি স্কুলে কিছু সেন্ডেন্ডারি সন্তানও থাকে। তেমনিই এক ছেলে ফটিক। প্রসাদের কথা শুনে তার আনন্দ আর ধরে না।

— 'তুই লাফাচ্ছিস কেন রে ফটিক ?'

একথা বলে দাপুটে মাস্টার নীলরতন যেন প্রসাদ বিতরণে মন দিলেন।

(২)

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাকসাজ এ ভরা মা সরস্বতীর কাঠামো। তলায় লম্বা লগাওয়ালা সাদা রাজহাঁস।

— 'এই ঝিমুচ্ছিস কেন রে ? কি হলো ?'

— 'প্যাঁক প্যাঁক' (শব্দটা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে)

— 'যা বাবা! চোঁ চোঁ করে এতগুলো মন্ডপ ঘুরলি। আর এখানে এসেই ....'।

— 'ফ্যাঁস, ফ্যাঁস' (ঠোঁটটা ঠেকে পড়েছে মাটিতে)

আর থাকা যায় ? সরস্বতী স্বমূর্তিতে কাঠামোর পাটাতন ছেড়ে নেমে এলেন। ততক্ষণে তার সাধের 'রাজহংস' গা এলিয়ে কাতরাচ্ছে। হাঁসটার শরীরের নরম পালকগুলোতে কয়েকবার মৃদু হাত বুলিয়ে কেঁদে (ফুপিয়ে) ওঠে সরস্বতী। এ কি হল! এ বছর দুর্গাপূজার আগে থেকেই সমস্যাটা চলছিল। তখন বিশেষ বেগ পায়নি।

কেননা সে শুধু একা ছিল না। পুরো পরিবারটাই সঙ্গে এসেছিল, - দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী এমনকি শিবও। কিন্তু আজ যে একা। অগত্যা একাই আসতে হয়েছে তাকে।

(৩)

নীলরতন মাস্টার থাকা সত্ত্বেও প্রসাদ নিয়ে টানাটানি, হৈ হৈ শব্দ শোনা যাচ্ছে। আটটা চোখ একসঙ্গে দপ করে খুলে ব্রহ্মা বলে ওঠে,

— 'ওরে তোরা কে কোথায়। শিগ্‌গির চল। আমার 'পলাশ প্রিয়া'র চোখে জল।'

হুম্ হুম্ করে ধ্বনিত হতে থাকে ব্রহ্মালোক।

(৪)

যে যার নিজের যানে অনেকক্ষণ আগেই পৌঁছে গেছে স্কুল ডাঙ্গার মাঠে।

ব্রহ্মা বলে ওঠে, — 'এখন উপায় ?'

দেবরাজ ইন্দ্র বুক-ফুলিয়ে বলে, — 'আমার মনে হচ্ছে এ রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে একবার কথা বলা উচিত ধন্বন্তরি কে না আনাই আমাদের ভুল হয়েছে।' মনু উসখুস করছিল। সুযোগ পেয়েই বলে ওঠে,

— 'তোমার মত সবাই তো আর বিজ্ঞ নয়। বিপদের সময় কোনটা উচিত কোন্‌টা অনুচিত সব গুলিয়ে যায় আমাদের। আর হ্যাঁ, আমি ধন্বন্তরিকে বিষয়টি বলেছি, যে কোনদিন নামই শোনেনি। তো সে এসে করবে কী শুনি।' ব্রহ্মা বলে,

— 'আহা! তোমরা ঝগড়া থামাবে। উঃ আমার হংস। মর্ত্যবাসী দুধ-জল মিশিয়ে দিলেও কত অনায়াসে ও চুক চুক্ করে দুধটা খেয়ে নিত। উফ্, ওর শ্বেতশুভ্র অমলিন পালকগুলো ...'।

ঠোঁট উল্টিয়ে সরস্বতী — 'থাক্ থাক্ আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।' বলে গুমরে ওঠে।

— আহা! - রাগের কি হল। ইন্দ্রদেব অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে সঙ্গে করে দ্রুত এ রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বস।

ইন্দ্র বলে, — 'যে আজ্ঞা। আপনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এ বিষয়ে জানিয়েছি। তিনি বলেছেন এ রোগের নাম বার্ডফ্লু। আর কালিং নামে বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহার করলে ওটা তখন হোতো না।'

সমস্বরে — 'আবার উপদেশ'।

খুক খুক করে কেঁদে ওঠে সরস্বতী। সে ফিরবে কিসে করে স্বর্গে ?

(৫)

বৈঠক হয়ে গেছে। রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা বৃদ্ধির সব থেকে সহজ উপায় প্রসঙ্গে নীলরতন মাস্টার তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। মন্ত্রী মহল খুব খুশী। তেঁনারা পুরস্কার হিসেবে কিছু সরকারী অনুদান ও মিডডে মিলে ব্রয়লার মাংস সপ্তাহে তিন দিন করে বরাদ্দ করেছেন। প্রবীণ নেতা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দিলেন —

"এবছর আমরা শিক্ষায় প্রথম সারিতে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই 'স্কুলডাঙ্গা'।"

— 'এ কৃতিত্বের দাবীদার কে ?'

— 'বার্ডফ্লু। আরে বাবা বার্ডফ্লু যদি না হত তাহলে এতদিন পর্যন্ত মা সরস্বতী কি থাকত এ রাজ্যে।'

সমস্বরে, — 'জয় মা সরস্বতী মায়্কি জয়।'

(৬)

জ্বর, গা-হাত-মাথা ব্যাথা নিয়ে কয়েকদিন হল সরস্বতী স্বর্গে ফিরেছে ব্রহ্মা সুযোগ বুঝে ভাগ্যিস একটোপ অমৃত হাঁসটাকে খাইয়েছিল, তাই সেও পুনরায় দেহ ফিরে পেয়েছে। বার্ডফ্লুর বটিকা বাটতে বাটতে ধন্বন্তরি বিড়বিড় করে কি যেন বকে চলেছে .....।

হঠাৎ পশ্চিম কোণে কড়্মড়্ শব্দ ভেসে আসে। বিদ্যুতের চমক নয়, থালার পাশে পড়ে থাকা হাড়গুলো অমৃতের সন্ধানে পাখা মেলেছে ওদিকেই।

রেশম পথ

রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ)

মধ্য এশিয়ার যে সড়কটি, পূর্ব সীমানায় চীন দেশের সঙ্গে পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যকে যুক্ত করেছে ইতিহাসে তা রেশম পথ নামে প্রসিদ্ধ। এক আতপ্ত প্রখর মধ্যাহ্নে চীন দেশীয় এক দল বণিক উটের পিঠে এই পথ ধরে চলেছিল। পথটি অতি দুর্গম। বিশেষতঃ তারিম উপত্যকা অতিক্রম করার পর রয়েছে দীর্ঘ টাকলামাকান মরু অঞ্চল। সেখানে দস্যুদলের প্রাদুর্ভাব ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের প্রাবল্য বিপর্যস্ত করে যাত্রীদের। চীনের লৌলান থেকে রওনা হয়ে তুন হুয়াংএ আসার পর পথটি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। মরু অঞ্চল এড়িয়ে চলার জন্য বণিকরা উত্তর বা দক্ষিণের পথ ব্যবহার করে। পথের মধ্যে যেসব স্থানে লোকালয় রয়েছে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার, দু চারটি বৌদ্ধবিহার।

কিন্তু আজ এই দীর্ঘ যাত্রা পথে এখনও পর্যন্ত কোনো লোকালয় চোখে পড়েনি। সম্ভবত, তারা পথভ্রান্ত হয়েছে, এসে পড়েছে কোনো মরু প্রান্তরের কাছাকাছি।

দলের অগ্রবর্তী যুবকটির নাম লীন। সে চীনের চ্যাংগান শহরের বিত্তশালী বণিক পরিবারের পুত্র। লীনের সঙ্গে রয়েছে বহুমূল্য পণ্যসামগ্রী। এর মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান চীনের রেশম। রোমের অভিজাত শ্রেণীর কাছে যার বিপুল চাহিদা।

ইদানিং রেশমের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি তো আছেই।

এছাড়া পথ মধ্যে আছে ইরানে রাজত্বকারী আর্সাকীয় রাজবংশ। আর্সাকীয় শুল্ক নীতির ফলে রেশমের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। তাছাড়াও রোম ও পারস্যের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্রমাবণতি এনে দিয়েছে যুদ্ধের সম্ভাবনা।

যাত্রীদলটিকে নিয়ে চলেছে উটের সারি। এখনও দীর্ঘ পথ, যা মাঝে মাঝে বালুকারাশির মধ্যে অন্তর্হিত। সন্ধ্যের আদে কোনো লোকালয়ে পৌঁছাতে হবে। সকলের অলক্ষ্যে একখন্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আকাশের কোণে জমা হয়েছিল।

উপরের দিকে চেয়ে চীনের নজরে এল পশ্চিম দিক থেকে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি ধেয়ে আসছে। দেখতে দেখতে মেঘের দল, সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলল। চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে উঠল ধুলোর ঝড়।

লীন দু চোখ আবৃত করে নীচু হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তার সঙ্গীরাও দেখাদেখি একই কাজ করল। মাথার উপর দিয়ে ঝাপ্টা মেরে গেল ঝোড়ো বাতাস।

অনতিদূরে একটি ভগ্ন বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। লীন অঙ্গুলি সংকেতে সেদিকে নির্দে

করল। সে ও তার সঙ্গীরা বালির উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে সেদিকে এগোতে লাগলো।

বাসগৃহটি কোনো অট্টালিকা বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নয়। একটি বৌদ্ধ বিহারগৃহ। বর্তমানে তার অর্ধাংশ বালুর নীচে। ছাদ সহ কয়েকটি স্তম্ভ মাথা তুলে রয়েছে। লীন ও তার সঙ্গীরা সেই ভগ্ন বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিল।

তান্ডব থেমে গেছে, ভারবাহী পশুগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। এখন ধীরে ধীরে তারা একত্রিত হয়ে দুর্বোধ্য শব্দে সঙ্গীদের আহ্বান জানাচ্ছে। বিহারের অলিন্দস্থিত একটি ভগ্ন স্তম্ভে মাথা রেখে লীন দূরের দিকে চেয়েছিলো। এই বিহারগৃহে মনুষ্যের পদার্পণ নতুন নয়। চতুর্দিকে অঙ্গার ও ভস্মাবৃত পশুর হাড় মনুষ্যবাসের ইঙ্গিত বহন করছে। সম্ভবত কিছুদিন আগে এখানে কোনো যাযাবর দল আস্তানা গেড়েছিল।

বালুকা স্তূপের মধ্যে একটি গহ্বর। বেরিয়ে আছে শীর্ণ কঙ্কালের হাত ... কঙ্কালটি এক কাষায় বেশ ধারিণীর। শিউরে সরে এলো লীন। তার মনে পড়ে গেল স্বজাতীয় ভ্রমণকারীর মুখে শোনা কাহিনীটি।

এক ঝড়ের রাতে সেন-তু দেশের সীমানায় এক পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎই সে শুনতে পেয়েছিল রমনীকন্ঠের ক্রন্দন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে। কয়েকপদ অগ্রসর হবার পর সে দেখতে পেয়েছিল বালির উপর উপবিষ্ট এক নারীমূর্তি। তার পরণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর বেশ।

"কে তুমি ? এই নির্জন স্থানে একাকী কি করছো ?" সে প্রশ্ন করেছিলো। মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়েছিল নারীমূর্তি।

আতঙ্কিত যুবক সেই দুর্যোগের রাতে বেরিয়ে পড়ে বিহার ভূমি থেকে। অনেক কষ্টে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছায় গন্ধার দেশের সীমান্তে। সেখানকার স্থানীয় মানুষের মুখে শোনা তার কাহিনীটি। এক বহু প্রচলিত কিংবদন্তী আছে বিহারগৃহটিকে কেন্দ্র করে।

ভিক্ষুনী সংঘের প্রবীণা অধ্যক্ষ, অগগবিনতা। অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবদ্ধ। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী এক তরুনী ভিক্ষুনী। নাম তার উপ্পলপর্ণা। সম্প্রতি বিশ বৎসরে পদার্পণ করেছে সে। শীঘ্রই লাভ করতে চলেছে উপসম্পদা।

এখন বর্ষাবাসের সময় তাদের। আষাঢ় থেকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় পর্যন্ত। কাজকর্ম বন্ধ থাকায় এসময় তাঁরা শারীরী বিশ্রামের সময় পান। নানা প্রকৃতির ভিক্ষুনীর সংস্পর্শও লাভ করেন।

চীবর, ভিক্ষাপাত্র, কক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখার ফাঁকে চলে আত্মসমীক্ষা। উপ্পলপর্ণা স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেনি ভিক্ষুনী সংঘে। পরিবেশ, পরিস্থিতির প্রতিকূল চাপে পড়ে সে প্রবজ্যা গ্রহণ করেছে। একথা অগগবিনতার অজ্ঞাত নয়। তিনি নিজেও সংসার জীবনে বীতস্পৃহ। যদিও তাঁর পিতা ছিলেন পুষ্করাবতীর ধনী শ্রেষ্ঠী। পুরুষ জাতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন সেদিন যেদিন বৈমাত্রেয় ভগ্নী রুক্মিণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ দেখেছিলেন নাগেশ্বরকে। তাঁর বাগদত্ত নাগেশ্বর।

সুশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত উপ্পলপর্ণার মধ্যে তিনি দেখতে পান নিজের ছায়া। সেদিন ছিল উপসথ ব্রত পালনের দিন। প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতেই হয়। সবে প্রতিমোক্ষ পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। নিজ কক্ষে উপ্পলপর্ণা কে আহ্বান জানিয়েছিলেন অগগবিনতা।

"আজ ভিক্ষার্থে গমনের দিন, তুমি নাগরিকদের গৃহে গিয়েছিলে উপ্পলপর্ণা ?"

"গিয়েছি আর্য্যা, ..."

"চীবর, ভিক্ষাপাত্র, কক্ষ ... তাও পরিস্কৃত করে রেখেছো আশা করি।"

"রেখেছি।"

"জানো তো অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন সব বিষয়ে ভিক্ষুনীদের সংযত থাকতে হয়। ত্রিচীবর পরিধানের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়, সংকচ্ছিকা ও যবনপাথুবরণ।"

"জানি।"

"তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী উপ্পলপর্ণা, অল্প সময়ের মধ্যে বহুবিধ জ্ঞান অর্জন করেছো। তোমার মধ্যে দেখেছি আমি জ্ঞানস্পৃহা। ভাবছি এই ভিক্ষুনীসংঘের দায়িত্বভার তোমাকেই দিয়ে যাবে।"

উপ্পলপর্ণার দিকে সস্মিত নেত্রে চাইলেন সন্ন্যাসিনী। তিনি জ্ঞানগুণে উপযুক্তা, যিনি প্রার্থিনী কে দান করবেন উপসম্পদা। কোনো উত্তর দিল না উপ্পলপর্ণা। তার ওষ্ঠে রহস্যময়হাসি।

ভিক্ষুনী সংঘের অদূরেই একটি বিহার গৃহ। এক তরুণ ভিক্ষু কে প্রায়ই দেখা যায় অলিন্দে এসে দাঁড়াতে। সূর্যাস্তের পূর্বে, উপদেশ দানের সময়। উপাসনা কক্ষের দিকে যেতে যেতে খমকে দাঁড়ায় উপ্পলপর্ণা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে যুবকটিকে। অন্তরাল থেকে নীরবে তাদের লক্ষ্য করেন অগগবিনতা। তাঁর কঠোর মুখ কঠোরতর হয়।

অতিবাহিত হয়েছে একটি মাস। বর্ষাবাসের শেষ। ভিক্ষা সংগ্রহ করে বিহারে ফেরে ভিক্ষুনীরা একত্রিত হয় নির্দিষ্ট ভোজন কক্ষে। ভিক্ষান্ন গ্রহণে। একে একে আসন গ্রহণ করে আটজন বিশিষ্ট ভিক্ষুনী। তাঁরা আসন গ্রহণ করলে অন্যান্য ভিক্ষুনীরা আসন গ্রহণ করে, সর্বাগ্রে থাকেন উপাধ্যায়ী অগগবিনতা। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি মুখ। একজনের অনুপস্থিতি অনুভব করে ভ্রূ যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়।

ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রবারণা প্রার্থনার জন্য আনা হবে উপ্পলপর্ণাকে। সর্ব্বসম্মত ভাবে নির্বাচিতা অভিজ্ঞা ও জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুনী অগগবিনতা ভিক্ষুনীসংঘের প্রতিনিধি রূপে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবেন ভিক্ষু সংঘে প্রবারণা করার পূর্ব দিন। ভিক্ষুনীসংঘের উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করে কে অপরাধী এবং কি বিষয় অপরাধ তা জেনে নিয়ে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবেন। অভিযোগ আনা হয়েছে ভিক্ষুসংঘের এক তরুণ ভিক্ষুর বিরুদ্ধেও। তার নাম সুভদ্র।

"বিশ্বাস করুন আর্যা। আমি অপাপবিদ্ধা।"

— "তোমার মনের শুচিতা, তা কি পূর্বের মতোই আছে ? তুমি কি অস্বীকার করতে পারো ভিক্ষু, সুভদ্রর প্রতি তুমি আকৃষ্ট হও নি ?"

"শুধুই দৃষ্টি বিনিময়। আমরা কখনো বাক্যালাপ করিনি। স্পর্শ দোষও ঘটেনি।" ক্ষীণ স্বরে সে বলল।

"কিন্তু কামনা, তাকে কি তুমি দমন করতে পেরেছো উপ্পলপর্ণা ?"

সহসা উত্তর দিতে পারলো না তরুণী ভিক্ষুনী। তার চক্ষু আনত হল। ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন অগগবিনতা। তাঁর ওষ্ঠে মধুর হিংস্র হাসি।

ভিক্ষুনী সংঘে উপ্পলপর্ণা কে আর দেখতে পাওয়া যায় নি। লোকে বলে সে আত্মহত্যা করেছিলো। সাত দিন সাত রাত বিহার গৃহের একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। বাহ্যবস্তুর কুহক থেকে মুক্ত হয়নি যে সন্ন্যাসিনীর, তার তো চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন।

লীন উঠে বসলো। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তার সঙ্গীরা, তাদের জাগাল না। একাকী বাইরে এসে দাঁড়াল। উত্তপ্ত বালুকারাশি, এখন তুষারের ন্যায় শীতল। সে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। বৌদ্ধবিহার থেকে বিশ যোজন দূরে একটি মরুদ্যানের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সে অস্পষ্ট দেখতো পেলো এক মানবী মূর্তি .....

জ্যোৎস্না গড়া তার দেহ। দুই ভাষাহীন চোখে গভীর বেদনার ছায়া। মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে সে চেয়ে আছে লীনের দিকে।

[১]মগধরাজ বিম্বিসারের অনুরোধে বেদপন্থীদের অনুকরণে উপোসথ দিবসে অর্থাৎ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেব পাঠের নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং তাতেই উপোসথ কর্ম করা হবে বলে অনুজ্ঞা প্রদান করেন।

[২]বর্ষাঋতুর চারমাস অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনীরা তাঁদের বাইরের কাজকর্ম স্থগিদ রেখে কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে বা বিহারে বাস করেন। এই রীতিকে বর্ষাবাস বা বাসসাবাস বলা হয়।

[৩]প্রবারণা একটি বিনয়কর্ম। বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুনীরা যদি কোনো নীতিবিহর্গিত কাজ করে থাকেন এবং সংঘ যদি তা দেখে বা শুনে বা আশঙ্কা করে থাকেন তবে ভিক্ষুনীরা ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রার্থনা জানালে ভিক্ষুসংঘ তা প্রকাশ করতেন। অনেকটা খৃস্টধর্মের কনফেশনের মতো। তবে পদ্ধতি এটকু অন্যরকম ছিলো। ভিক্ষু বা ভিক্ষুনীরা দোষ স্বীকার ও আত্মসমীক্ষার সুযোগ পেতেন।

আলো আঁধারি

ঈশিতা মন্ডল
(ছাত্রী)

মোটামুটি '৮১-র গোড়ার দিকের ঘটনা। তখন দু-চারটে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তার সাথেই মেডিক্যাল কলেজের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আরো তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হোমিওপ্যাথপ্রিয়তা। দলে দলে ছেলে মেয়েরা হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকছে। ডঃ হানিম্যানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে বহু ছাত্রছাত্রী। এ হেন সময়ে বর্ধমান হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল তিন অভিন্নহৃদয় বন্ধু - তুষার, বিমল, সৈকত। কলেজে অ্যাডমিশন তো হল কিন্তু এবার সমস্যা হল থাকা নিয়ে। কলেজের হোস্টেল তখনও তৈরি হয় নি - অতএব, ভরসা কেবল প্রাইভেট মেস্। কিন্তু কলেজের আশেপাশে প্রাইভেট মেস্গুলোয় খরচা প্রচুর। তাই ওরা একটু দূরের দিকে খোঁজ করল। শেষে এক বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িতেই হল ওদের কয়েক বছরের অস্থায়ী আস্তানা। বাড়িটা আগে ছিল বর্ধমানের মহারাজার রাজপরিবারের কোনো একজনের বাড়ি। পরে সেটাকে মেস্ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির কেয়ারটেকার বাহাদুর-তুষাররা তার সাথে থাকার ব্যাপারে কথা বলে নিল। এখানে এসে আলাপ হল শেখ শহিদুল্লা আর সমীরণের সাথে। ওরাও মেডিক্যাল কলেজেরই হোমিওপ্যাথিক স্টুডেন্ট। যাই হোক, তুষাররা পাঁচজন বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেল। একসাথে থাকা — কলেজ যাওয়া। এভাবেই কেটে গেল কয়েক মাস।

তখন মে মাস্। গ্রীষ্মকালের গরম - আর সন্ধে হলেই লোডশেডিং। তুষারদের কাছে লোডশেডিংটা এখন রোজকার ব্যাপার হয়ে গেছে। সেদিন তুষার আর শহীদুল্লা গিয়েছিল মাঠে ফুটবল খেলতে। দুজনেই ফুটবল অন্ত প্রাণ। আর এই খেলাকে ঘিরেই দুজনের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়েছে এই কদিনে। তো খেলাধূলা করে মেসে ফেরার পথেওরা দেখল যথারীতি লোডশেডিং। পথঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারই মধ্যে ওরা দুজন মেসে পৌঁছল। ওদের কাছে চাবি ছিল মেনগেটের। বাহাদুর থাকবে না - বাড়ি যাবে বলে, ওদের কাছে চাবি দিয়ে গিয়েছিল। চাবি বের করে তুষার দরজার কাছে যাবে এমন সময় দেখে দরজার কাছে কয়েকটা ছায়া নড়াচড়া করছে। কাছে যেতেই দেখে বিমল, সৈকত আর সমীরণ তিনজনেই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে রয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, "কিরে ? তোরা তো সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি ? চলে এলি ? আর এতো ভয়ই বা পাচ্ছিস কেন ?" ওরা কেমন একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি নিয়ে তাকাল - বলল, "তোর মনে আছে ? বাহাদুর আমাদের এই বাড়িটার একটা ইতিহাস শুনিয়েছিল। বলেছিল এই বাড়িতে আগে বহু অপমৃত্যু ঘটেছে - অনেক অস্বাভাবিক রহস্যজনক ঘটনাও ঘটেছে। তার ফলশ্রুতি হিসেবে আজও নাকি বহু অতৃপ্ত আত্মার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় আর অমাবস্যার দিন তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। আর আজ হল অমাবস্যা।" এতটা শুনে তুষারের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। ও কোনো দিনই এ সব গালগল্পে বিশ্বাস করে না। বলল, "কিরে, তোরা ? এ সবে বিশ্বাস করছিস ? চল্ চল্ কোনো আত্মা-টাত্মা নেই। যতসব গাঁজাখুরি গল্প!" তাও ওরা নড়ে না। বলল, "তুই বিশ্বাস

করিস বা না করিস। কিছু তো একটা আছে এই বাড়িতে।"

— কি আছে ? তুষার বিরক্তির সঙ্গে বলল। ওরা বলল, "ওপরে তাকা"। তুষার ছাদের দিকে তাকাল। মেনগেট থেকে ছাদের বেশ কিছুটা অংশ দেখা যায়। তুষার হঠাৎ চমকে উঠল। দেখল একটা অদ্ভুত সাদাটে আলো দেওয়ালের গায়ে। তার মাঝে একটা ছায়া ক্রমাগত নড়াচড়া করছে। ঐ অদ্ভুত আলোটাও কখনো কখনো আবার দুলে উঠছে। তুষারও কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল। চতুর্দিকে লোডশেডিং, ঘুটঘুটে অন্ধকার - তার মাঝে এই আলো কোথা থেকে আসছে। ইলেকট্রিসিটি থাকলেও এত জোরালো আলো আসার কথা নয়। খানিকটা ভয় তুষারও পেল। তাও সাহস সঞ্চয় করে দরজাটা খুলল। সবাইকে নিয়ে ঢুকল। বিমলরা ফিসফিস্ করে বলল, "তুষার, ছেড়ে দে। যাস্ না সকাল হলে দেখা যাবে।" তুষার নাছোড়বান্দা। ও যাবেই। দরজা খুলেই সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে লাগল। পেছন পেছন বিমল, সৈকত আর বাকিরা ছাদের দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তুষার। পকেট থেকে ছোট টর্চটা বের করল, সাহস করে দরজাটা খুলল - বেশি খোলা হয় না বলে দরজাটা হাল্কা জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক একটা হাল্কা 'ক্যাঁচ' শব্দের সাথে খুলল দরজাটা। আস্তে আস্তে তুষার ছাদে এল — এখন আলোটা ওর একদম সামনে — হাল্কা হাওয়া চলছে, সাথে সাথে আলোটাও দুলছে। কিছুটা অবাক হয়ে, কিছুটা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকাল। ছাদে কেউ ছিল না — তাহলে আলোটা কোথা থেকে আসছে আবার আলোর মাঝে ছায়াটারই বা কি রহস্য ? তাহলে কি সত্যিই কোনো আত্মার উপস্থিতি ? এটা ওটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ পড়ল একটু দূরে কাঠের দোকানটার দিকে। মুচকি হাসি হেসে ডাক পাড়ল, "বিমল, শহীদ এদিকে আয়, এক অতৃপ্ত আত্মাকে ধরেছি।" ওরা সবাই ভয়ে ভয়ে উপরে এল। তুষার ইশারা করল দোকানটার দিকে। সবাই দেখে, দোকানের নতুন লাগানো পেট্রোম্যাক্স বাতিটা হাওয়ায় দুলছে আর দোকানদার কাঠের টুকরোটার উপর করাত চালাচ্ছে। চতুর্দিকে লোডশেডিং হওয়ায় আলোটা অনেক দূর থেকে উজ্জ্বল হয়ে আসছে - আর দোকানদারের ছাড়া নড়ছে তার মাঝে।

ভ্রমণ

শান্তিনিকেতনের পথে

তিথি বাগ ও তনিমা মন্ডল
(ছাত্রী, অর্থনীতি ও ইতিহাস বিভাগ)

আমি তিথি, আমি তনিমা, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমাদের কলেজ থেকে অর্থনীতি এবং ইতিহাস বিভাগ-এর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে আমাদের সকল ছাত্রীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। রোজকার ক্লাসের একঘেয়ে পড়াশুনার ভারে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই আমাদের আবদারে শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে এই ভ্রমণের পুরো পরিকল্পনা করেছিলেন। ২০১৬-র মার্চের শেষে একদিন আমরা সবাই সাড়ে সাতটা নাগাদ কলেজে পৌঁছে যাই। তারপর আমরা বাসে করে যাত্রা শুরু করি। বাসে যেতে যেতে আমরা খুব আনন্দ করেছি। সবাই মিলে নাচ, গান এবং খুব মজা করেছি। আমরা সবাই ঘুরতে যাওয়ার জন্য খুব উৎসুক ছিলাম। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথমে ফশিল পার্কে পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে আমরা কয়েক কোটি বছর আগেকার বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন আকারের গাছের ফশিল দেখি। অতীতকালের গাছগুলির কথা ভেবে আমরা আশ্চর্য এবং মুগ্ধ হয়ে যাই কেননা, এর আগে আমরা কখনো এইরকম কিছু দেখিনি। তারপরে ওখানে অবস্থিত একটি ছোটো গ্রামে আমরা সবাই বিশ্রাম নিয়ে প্রাতঃরাশ খেলাম। ওখানে গ্রামের বেশিরভাগ লোকেরা তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করছিলেন। তারা আমাদের দেখে কোথা থেকে এসেছি জানতে চাওয়ায় তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় শুরু হয়। ফশিল পার্কটি পুরো গাছ গাছালিতে পরিপূর্ণ এবং এখানকার গ্রামবাসীদের প্রধান কাজ হল এই গাছগুলির শুকনো পাতা একত্রিত করা এবং সেগুলি থেকে তারা বিভিন্ন ধরণের জিনিস বানায়। যেমন - শালপাতা দিয়ে থালা ইত্যাদি। তারপর তারা এইসব বাজারে বিক্রি করে যতটুকু আয় করে তা দিয়েই তারা ঘর সংসার চালায়। তারপর আমরা সবাই শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যেতে যেতে আমরা অনের গ্রাম, পুকুর ও মাঠ দেখেছি - যা দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আমাদের বাসটি একটি গ্রোমে পৌঁছায় যেখানে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা গবেষণার কাজ করেন। সেইখানে গিয়ে জানতে পারি যে গোবর গ্যাস, কচুরিপানা ও সব্জীব খোসার মত জৈব বর্জ্য দ্বারাও ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা যায় এবং এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলির ব্যাপারে বিশ্বভারতীর দুজন স্যার আমাদের ওই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কীভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে সেটি বুঝিয়ে দেন। এরপর আমরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই মিলে দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্বভারতী দেখতে যাই। বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি অতি কষ্টে এবং চেষ্টায় একটু একটু করে এই বিশাল শান্তিনিকেতন গড়ে তোলেন। এখানে শুধু ভারতের ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, পুরো বিশ্বের সকল জায়গা থেকে পড়াশোনা করতে এখানে আসে। এখানে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভবন

আছে। ওইখানের পরিবেশ শান্ত এবং সবুজে ভরা। এরপর আমরা বিখ্যাত কাঁচের ঘর দেখে মিউজিয়াম-এ প্রবেশ করি। সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনী, তার লেখা বই, কবিতা, চিত্র এবং বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া উপহার এবং তার বিখ্যাত কাটাকুটির মাধ্যমে ছবি আঁকা এবং আরও অনেক বিস্ময়কর জিনিস দেখলাম। তার অর্জন করা সম্মানিত নোবেল পুরস্কারের সদৃশ রূপটিও দেখলাম, কিন্তু এই ভেবে মন খারাপ হল যে রবীন্দ্রনাথের পাওয়া অমূল্য বস্তুটি আজও পাওয়া গেল না। তিনি দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ব্যবহার করতেন তা আজও এখানে সুরক্ষিত রাখা আছে। ওইখানে ঘুরে ঘুরে আমরা নানা ধরণের ফুলের গাছ ও বাগান দেখি। এরপর আমরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ঘরগুলিও ঘুরে দেখি। এরপর আমরা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে বাসে করে রওনা হলাম। ফেরার পথে আমরা ক্লান্ত ছিলাম ঠিকই কিন্তু তাও আমরা সারা রাস্তা মজা করতে করতে এসেছি এবং দুর্গাপুর পৌঁছাতে-পৌঁছাতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যায়। এবং সেখান থেকে আমরা নিজেদের বাড়ি চলে আসি। সবশেষে আমরা এটাই বলতে চাই এই শিক্ষামূলক ভ্রমণটি আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আরো জানার, আরো শেখার ইচ্ছে বাড়িয়ে দেবে।

রম্য রচনা

উঃ কী জ্বালা!!

পৃথা দে
(ছাত্রী, বিজ্ঞান বিভাগ)

উঃ কী জ্বালা!! ..... এই 'জ্বালা' শব্দটি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রায় প্রত্যেক মানুষই এই শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন। এই 'জ্বালা' মানুষের জীবনে নানাভাবে আসতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে এর আগমণ ঘটতে পারে। তবে এর প্রভাব ক্ষণস্থায়ী না দীর্ঘস্থায়ী, তা একমাত্র ভুক্তভোগীই বলতে পারে, কথাটা শুনে হাসি পাচ্ছে তো ? ... আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান - সবে তো শুরু। আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো এখনিই বলছেন — "আচ্ছা জ্বালা তো, খালি ভনিতাই করছে। অতই যদি জ্বালা তো - হোয়াট্সঅ্যাপের দুটো স্মাইলির ছবি দিলেই পারে ...।" যদি এটাও বলেন তাহলে বলব, আমি ছবি-টবি ঠিক আঁকতে পারি না। শেষে দেখা গেল স্মাইলি তো হলই না, উল্টে কি যে একটা হয়ে গেল তা কেউই বুঝল না। তার চেয়ে ভালো আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে বলি। —

(১) ধরুন, আপনি আমার মতোই একজন কলেজ স্টুডেন্ট। রোজ কলেজে যান, পড়াশোনা করেন। কিন্তু রেজাল্ট কিছুতেই আশানুরূপ হয় না। সেই মুহূর্তে আপনার মন্তব্য, — "ওফ! এতো মহা জ্বালা ! লিখছি সবই কিন্তু সব শেষে সেই কচুপোড়া ....।"

(২) এবার ধরুন আপনি একজন অফিসের কর্মচারী। আপনার বস্‌ের জ্বালায় আপনার বি.পি. দিন দিন বেড়েই চলেছে। একদিন ভাবছেন একটু অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে একটু ভালোমন্দ খাবেন, — এমন সময় আপনার বস্ ফোন করে সেদিন আরও তাড়াতাড়ি অফিস যেতে বলল। আপনি মনে মনে বলছেন — "কী জ্বালা রে বাবা ... জীবনটা কেরোসিন হয়ে গেল ...।"

(৩) এবার ধরুন আপনি বাসে উঠেছেন কোথাও যাবেন বলে। বসতে জায়গাও পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হল আপনার পাশের লোকটিকে নিয়ে। যিনি বারবার ঘুমের ঘোরে আপনার গায়ে ঢলে পড়ছেন। আপনার ইচ্ছে করছে এক গুঁতো মেরে লোকটার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে। ভদ্রতার খাতিরে আপনি তা করতে পারছেন না। শেষটায় রেগে গিয়ে বললেন — "আচ্ছা জ্বালা তো ... আরে ও মশাই, একটু ঠিক করে বসুন না।"

(৪) আপনি হয়তো একজন লোকাল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার। মাঝে মাঝে যাতায়াত করতে হয়। একদিন আপনি বসতে জায়গা পাননি, দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ আপনার পাশে একজন লোক এসে দাঁড়ালেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনি বুঝতে পারলেন আর সেখানে দাঁড়ানো যাবে না। কারণ আপনার পাশের লোকটি একটি 'গন্ধময় পর্বত' বলা চলে। আমাদের ডি.এম.সি.-র গাড়িও তার কাছে হার মেনে যাবে। তিনি ডিও বা পারফিউম জাতীয় জিনিসের ব্যাপারে কিছুই জানেন না বা জানলেও ব্যবহার করেন না। ফলস্বরূপ সেই তীব্র উৎকট গন্ধে আপনার 'নাসিকাদ্বয় রাস্তা অবরোধ করে ধর্ণায় বসে গেছে।' ভালোই বুঝতে পারছেন — এ কেমন 'জ্বালা'।

(৫) ইদানীং আপনার দাঁতে খুব ব্যাথা। কিছুই খেতে পারছেন না। ডাক্তার বলে দিয়েছে দাঁত তুলতে হবে। এই রকম অবস্থায় আপনার এক বন্ধু আপনাকে ফোন করে তার সম্প্রতি খাওয়া এক বিয়েবাড়ির বিবরণ দিতে লাগলেন। আপনি তো 'রেগে আগুন, তেলে বেগুন' হয়ে গেলেন। মনে মনে বলছেন — "আঃ কী জ্বালা, তোর মুখে লাগিয়ে দেব তালা ...।"

(৬) ইদানীং যা গরম পড়েছে, তাতে লোডশেডিং বড় জ্বালা। অতিরিক্ত গরমে আমাদের ত্বকের নানা রকম উপসর্গ দেখা যায়। যেমন — ঘামাচি, র‍্যাশ, ইত্যাদি। ধরুন আপনার বাড়িতে লোডশেডিং হয়েছে। আপনি গরমে ঘামাচি চুলকোতে গিয়ে পাশে থাকা একটি ফোড়াকে চুস্কে দিলেন। "উঃ কী জ্বালা" — প্রকৃত 'জ্বালা' একেবারে হাড়ে-হাড়ে টের পেলেন।

(৭) এবার ধরুন আপনার বাড়িতে কয়েকজন গেস্ট এসেছেন। তাদের মধ্যে যদি কোনো 'মিনি' গেস্ট (অর্থাৎ বাচ্চা বয়সী কেউ) থেকে থাকে তাহলে তো আপনার জ্বালার শেষ থাকবে না। প্রথমে এসেই তার নজরে পড়বে আপনার শোকেসে সাজিয়ে রাখা খেলনার ওপর। আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলি তাকে দিতে হবে এবং তার হাতেই খেলনাগুলি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। আপনাদের বাড়িতে সোফা থাকলে তারও 'দফারফা' করে দেবে। আপনি মনে মনে বলতে বাধ্য হবেন — "উফ্! এই বিচ্ছুটাকে নিয়ে তো মহা জ্বালা ...।"

(৮) যদি কোনো ভোজন রসিক ব্যক্তি আপনাদের বাড়িতে আসে এবং স্বাভাবিকভাবেই জলখাবার হিসেবে খান পনেরো লুচি, দু'প্লেট আলুর দম, চার পিস্ বেগুনভাজা, চারটে রসগোল্লা ও তিনটে সন্দেশ খেয়ে দুপুরে পাঁচ রকম তরকারি, ডাল, চিংড়ি মাছের মালাইকারী ও চিকেন কষা দিয়ে খাওয়ার গল্প করেন। তখন আপনি খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বলেন — "এ ত 'বৃহৎ জ্বালা'...।"

(৯) আমার সমবয়সী মেয়েরা এই প্রকার জ্বালার সাথে আশা করি খুব ভালোভাবেই পরিচিত। 'জ্বালা'টি আর কিছুই নয়, আমাদের আগাম ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা (এক্ষেত্রে 'ভবিষ্যৎ' হল 'বিয়ে')। ধরুন আমি বা আমার সমবয়সী কেউ নিজের গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেছি। যথারীতি সেখানকার 'সিনিয়র সিটিজন'রা আমাদের দেখেই যা বলেন — "হ্যাঁ রে, তা তোর মেয়ের বিয়ে কবে দিবি? দিব্যি তো তালগাছ (অর্থাৎ লম্বা) হয়েছে। বয়স কত হলো ?..." এই মুহূর্তে একটাই কথা মাথায় আসে — "উফ্! কী জ্বালা! কেন যে এখানে এলাম কে জানে ...?"

(১০) তখন থেকে আপনি এই লেখাটি খুব মন দিয়ে পড়ছেন, হাসছেন। হঠাৎ আপনার নিজের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। স্টুডেন্ট হলে তো নিশ্চয় বলবেন — "উফ্! ... এখন আবার ক্লাস আছে, যেতে হবে। একদিন ক্লাস না নিলে এদের যে কী হয় কে জানে ... ধুর! কী জ্বালা! ..." তবে আপনি যদি স্যার/ম্যাডাম হন, তাহলে আপনার মন্তব্যটি ঠিক কি হবে তা আপনিই ভালো বলতে পারবেন।

এরকম নানান 'জ্বালা' এই পৃথিবীতে রয়েছে, যা আমাদের প্রতিনিয়ত জ্বালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও জ্বালাবে। আশা করি আমার পরে যিনি এই বিষয়ে লিখবেন তিনি আরও বিস্তারে 'জ্বালা' প্রসঙ্গটি আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। বোধহয় তার নামকরণ করবেন — "এ কী জ্বালা!!" — (পার্ট টু)।

(আপনাদের ভালো লাগলে হয়তো ভবিষ্যতে 'বই আকারে' এটি প্রকাশিত হবে।)

বৈদিক দেবতা সূর্য : একটি পর্যালোচনা

রুচিরা ভট্টাচার্য্য
(ছাত্রী, সংস্কৃত বিভাগ)

ভগবান সূর্য হলেন সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দেবতা যিনি আমাদের দেশে বৈদিক যুগ (আনুমানিক ৪০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) থেকে এখনও পূজিত হয়ে আসছেন। পৃথিবীর প্রাচীন ধর্ম, 'সর্বপ্রাণবাদ (Animisim), যার মূল কথায় হল প্রত্যেকটির বস্তুর মধ্যে অতিমানবীয় শক্তিধারী প্রাণের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা। প্রাচীনকালের মানুষেরা বিশ্বাস করত আকাশের সেই অলৌকিক জ্যোতিঃপিণ্ডটি পার্থিব জগতে সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছেন, তাঁকে ছাড়া পৃথিবী অচল। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন যে, সূর্য ছাড়া পৃথিবী অচল। যাই হোক, সর্বপ্রাণবাদের উৎপত্তি থেকেই 'সূর্যোপাসনা' প্রচলিত আছে বলেই মনে করা হয়। যার ফলে অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ধর্মের অন্যতম বা একমাত্র আরাধ্য দেবতা সূর্য। ভারতীয় আর্যরা তাঁদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এর মধ্যে সূর্য দেবতাকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। বৈদিক সাহিত্যের আধারে এই অত্যন্ত প্রাচীন দেবতাটির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বেদে সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু-বিভিন্ন নামে সূর্যের বন্দনা-মন্ত্র পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০টি সূক্তে সূর্য-নারায়ণের স্তুতি আছে। বেদের এই সকল উপাস্য দেবতা সেই বোমস্থ সূর্য। এই সূর্য জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নন, ইনি সূর্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতা। এছাড়া 'যজুঃ' ও 'অথর্ব' বেদেও সূর্যস্তুতি আছে। বিখ্যাত বৈদিক ঋষি কাত্যায়ন তো মনে করেন সমগ্র বেদে একজনই দেবতা, তিনি সূর্য—" এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে, স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে'[১] (ক্যাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী')।

হিরন্ময় সূর্য আলোর দেবতা, আকাশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি-"জ্যোতিরুত্তমম্".... (ঋক্-১/৫০/১০)। সূর্য কিরণ কল্যাণকর, কখনো উত্তপ্ত, কখনো বা শীতল (ঋক্-১০/৩৭/১০)। বিচিত্র তেজঃপুঞ্জসমন্বিত এই দেবতা মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার চক্ষুস্বরূপ-'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ....' (ঋক্-১/১১৫/১)। তিনি 'বিশ্ব চক্ষু' (২) (ঋক্-৭/৩৫/৮), তিনি সর্বদ্রষ্টা (ঋক্-১/৫০/২) বিশ্বভুবনের চর। জগতের সমস্ত শুভাশুভ তাঁর দৃষ্টিগোচর মর্তজনের সমূহ সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী তিনি-"মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্নভি...' (ঋক্-৬/৫১/২)। দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে অনুতুলনা অথর্ববেদেও দেখা যায় (৫/২৪/৯)।

সূর্যের জন্ম সম্পর্কিত একাধিক ঋক্ পাওয়া যায়। যেমন, ঋগ্বেদের দশমণ্ডলের একজায়গায় বলা হচ্ছে সূর্য সেই বরাট পুরুষের চক্ষু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন—'চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত"... (ঋক্-১০/৯০/১৬)। কোথাও বলা হচ্ছে অগ্নিই নিজের তেজকে স্বর্লোকে বিসারিত করেছেন, 'উর্ধ্বং ভানুং স্তভায়ন্ দিবো'... (ঋক্-১০/৩/২) ইত্যাদি। দেবতারা ইতরেতর জন্মা। অতএব একজন দেবতার থেকে অন্যের আবির্ভাব বা সৃষ্টি বৈদিক চেতনার দিক থেকে অসঙ্গত নয়।

সপ্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববাহিত রথে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন সূর্য-'সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য

(ঋক্-১/৫০/৮)। সূর্যের পথ প্রস্তুত করেন বরুণ, কখনো মিত্র বা অর্যমা (ঋক্-৭/৬০/৪)। সূর্যের রথের সারথি অরুণদেব। পূষণ্‌দেব তাঁর চর। আবার কোথাও সূর্যকেই পূষণ্ বা হয়েছে। বেদে সূর্যকেই বিশ্বকর্মা বলা হয়েছে। তিনিই আবার দেব পুরোহিত (ঋক্-৮/৯০/১২)।

প্রেমিক যেমন তদ্‌তচিত্ত হয়ে প্রেমিকাকে অনুসরণ করেন, তেমনি সূর্যও উষার (উষার) অনুগমন করেন, -'মর্যো নো যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ' (ঋক্-১/১১৫/২)। উষার কোল থেকে দিনের শুরুতেই তাঁর হিরন্ময় আবির্ভাব, 'বিভ্রাজমান উষসামুপস্থাদ্রেভৈরুদেত্যমনুমদ্যমানঃ' (ঋক্-৭/৬৩/৩)। এই উষা কখনো তাঁর স্ত্রী (ঋক্-৭/৭৫/৪)। ঋগ্বেদের সূর্যবন্দনায় এরকম উচ্চমানের কাব্য লক্ষণীয়।

দ্যুলোকের এই দেবতরা আগমনে নক্ষত্রেরা চোরের মতো নিঃশব্দে পলায়ন করে—'অপ ত্যে তায়বো য়থা নক্ষত্রা...' (ঋক্-১/৫০/২)। এর সাথে তুলনীয়-

'তিমিরমোচন বিশ্বলোচন মেলিলে আলোখ আঁখি
নিশীথের তারা তস্করসম আপনারে ফেলি ঢাকি।'

বৈদিক সাহিত্যে সূর্যকে নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে। বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতি একটি 'সূর্যমুখী সংস্কৃতি' বলাও চলে। এই প্রসঙ্গে 'আর্যাঃ জ্যোতিরগ্রাঃ' কথাটির স্মরণীয়। শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থের একস্থানে বলা হয়েছে

"ভবদ্ভূতস্য ভবস্য জঙ্গমস্থাবরস্য চ।
অস্যৈকে সূর্যমেবৈকং প্রভবং প্রলয়ং বিদুঃ।।" (বৃহদ্দবতা, ১/৬১)

অর্বাচীনকালের গৌণ উপনিষদগুলির মধ্যে 'সূর্যোপনিষদ্' নমে একখানি উপনিষদ আছে। এই উপনিষদের একটি বিখ্যাত মন্ত্র—

"সূর্যাদ্ভবন্তি ভূতানি সূর্যেণ পালিতানি তু
সূর্যে লয়ং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্যঃ সোহমেব চ"।।

তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'তৎসবিতুঃ বরেণওং'... ইত্যাদি বিশ্বামিত্র ঋষি-দৃষ্টি 'গায়ত্রী' মন্ত্রটি। মন্ত্রটি দেবতা সবিতা বা সূর্য। এই মন্ত্রে সমস্ত জীবকে যেন জগতের কল্যাণকর কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

রিরুক্তকার যাস্ক সূর্যের কাজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন— 'অথাস্য কর্ম-রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্‌লিতমাদিত্যকর্মৈব তৎ' (নিরুক্ত, ৭/১১/২)। অর্থাৎ রশ্মি দ্বারা রসগ্রহণ ধারণ এবং গ্রহনক্ষত্রাদির আচ্ছাদন-এসবই সূর্যের প্রধান কর্ম।

সমস্ত প্রাণী সূর্য থেকেই সৃষ্ট। ইনিই বিশ্বস্রষ্টা। প্রাণিগণের প্রসবিতাররূপে সূর্যের স্তুতি অহরহ পরিদৃষ্ট হয়—'উদেতি প্রসবিতা জনানাং ঋষিরা সত্যদ্রষ্টা। শুধু প্রসব নয়, বিশ্বভুবনের ভারও তাঁরই ওপরে-'তস্মিন্নর্পিতা ভুবনানি বিশ্বা'... (ঋক্-১/১৬৪/১৪)।

সূর্য দেবতাই মানুষকে কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রত করেন। তিনি এ বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের প্রাণস্বরূপ, স্থাবর, জঙ্গল, অচল-সচল সমস্ত সত্তার আত্মা-স্বরূপ 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'... (ঋক্-১/১১৫/১)। আর্য-দৃষ্টির আধারে যুগপৎ কাব্য ও বিজ্ঞান। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য।

সূর্য থেকেই প্রাণের উৎস—'আদিত্য হ বৈ প্রাণঃ'। সেই জন্যই ঋগ্বেদে বলা হয়েছে-'প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়েত্যেষ সূর্যঃ'। সূর্য হতেই প্রাণের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়।

সূর্যকিরণের জন্যই যে আমরা বেঁচে আছি তার আরটি প্রমাণ হল বৃষ্টি। সূর্য কিরণের প্রভাবেই জল বাষ্পীভূত ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ হয় এবং মেঘ থেকেই যে বৃষ্টি হয়, তা প্রাচীন ভারতীয়রা ভাল ভাবেই জানতেন-''আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ''।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০/৩৭) একটি দীর্ঘ সূক্ত দৃষ্ট হয়, যেখানে দেবজাত, দিবস্পুত্র সূর্যের অনেকান্তিক কৃতির একটি চিত্র স্পষ্ট হয়। সেখানে বলা হয়েছে, সূর্য তাঁর কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে পৃথিবীর অন্ধকার, পাপ, রোগ, দুঃস্বপ্ন ইত্যাদি মুছে দেন। বৈদিক ঋষি শতমুখে সূর্যবন্দনায় অভিলাষী। তিনি নীরোগ দেহে সন্তান সন্ততি পরিবৃত হয়ে শতবর্ষ সূর্যকে দেখতে চান। এই পরমজ্যোতির মহিমা কীর্তনে বৈদিক ঋষিরা অকৃপণ।

টীকাঃ

১। কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র কোনো কোনো সংস্করণে বলা আছে—'একৈব বা মহানাত্মা দেবতা। স সূর্য ইত্যাচক্ষতে। স হি সর্বভূতাত্মা।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয় এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী হয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর 'বেদার্থ-বিচারঃ' গ্রন্থে সূর্যভাবনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতারা দ্যুতিমান, জ্যোর্তিময়, দ্যুস্থানগত। এই বৈদিক দেবতার বিশেষণগুলি সূর্যের সম্বন্ধে খুবই সুস্পষ্ট।'' গ্রন্থে অধ্যাপক প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এটা দেখিয়েছেন।

২। 'সূর্যোপনিষদ্' নামক এক গৌণ উপনিষদে বলা হয়েছে ''চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ''।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। বেদের পরিচয়—যোগীরাজ বসু, কলিকাতা, ১৯৭৫
২। বেদ-মীমাংসা (১ম খণ্ড)অনির্বাণ, ১৯৯১
৩। বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা— ড. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০৩
৪। বৈদিক সংকলন (১ম খণ্ড)-সম্পাদকঅধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী, কলকাতা-২০০৪
৫। Vedic Selection, Vol.-1, Ed. by K.C. Chatteri, C.U.

মা

সোমা মন্ডল
(শিক্ষিকা, ইংরাজী বিভাগ)

আমি সোমা। ছোটবেলায় মায়ের আঁচলেই ছিল আমার পৃথিবী। আমার জগৎ। আমার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। শৈশবকালে যখন যখন আমি এক শিশুর ন্যায় বঞ্চিত হয়েছিলাম বাবার ভালোবাসা থেকে সেই সেই সময়ে মাকেই পেয়েছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে সেনেহের সর্বত্তম পর্যায়। মা-ই ছিল আমার লক্ষ্য। মা-ই ছিল আমার জীবনের আদর্শ যাকে আমি আঁকড়ে ধরে একের পর এক বয়সের ধাপ্ এগোচ্ছিলাম। মাকেই চিনেছিলাম দেবী অন্নপূর্ণা রূপে, জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ, অন্নদায়িনী হিসেবে। মায়ের সেই এক আনা পয়সায় কিনে দেওয়া লজেন্স, সেই পাঁচ টাকায় কিনে দেওয়া জলবরফ কিংবা নারকেল কুলফি। সেই স্কুল থেকে দেখি, রাখা ক্রিম কেক্। সেই এক একটি শিশুর মনের বাসনা মা-ই সংগ্রহ করে নিজের আঁচলে লুকিয়ে রেখেছিল আমার শৈশবের সুখগুলো। ক্ষুধায় পরিতপ্ত প্রাণ যখন ব্যকুল হত, মায়ের হাতের রান্না সেই ভাত আর আলুসিদ্ধ মাখাই ছিল আমার লোভনীয় আহার। কখনো কখনো মায়ের হাতের তৈরি শাকভাজা, কখনো বা আলুভাজা কখনো বা শুধু ডাল। খাবারের তালিকায় এসবই আমার জিভ জোয়ারে জল বয়ে আনতো। মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণতায় মাতে ভগবান বলে ভাবতাম। যার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে আমার অস্তিত্বের বিকাশের বিভাগে অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। রাতের পূর্বে দিনের শেষে চারিপাশই ছিল আমার খেলাঘর। আমিএরবেসি কিছু জানতেও চাইনি যে এই পৃথিবী কি রকম হতে পারে, এই পৃথিবীতে মা এবং তার ছায় ছাড়া আর কে হতে পারে যে আমার প্রাণের অধিক প্রিয়। কে হতে পারে সে নারী বা পুরুষ যে অনাহারে থেকে নিজের সন্তানের ক্ষুধা মেটায়, যে নিজে অনিদ্রায় থেকে বাচ্চাকে স্বপ্ন দেখায়, যে চৈত্রের কাটফাটা রৌদ্রে অবিরাম হেঁটে চলে জীবনের নিঃস্বার্থ নেশায় সন্তানের সেবায়।

সেই চেতনার বিকাশ মাকে হারিয়ে পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম জীবনের যাত্রাপথে এক অকল্পনীয় সহায়তা, অস্থিরতা, অন্ধকার কিছু মুহূর্ত যেটা আজও মেটেনি। মেটেনি সেই সুপ্ত আর্তনাদ যেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝেছিলাম মা আর নেই। মা চিরদিনের জন্য লুপ্ত। যে মায়ের অস্তিত্বে ছিল সেই নামের পূর্ণতা। সেই মাতে হারিয়ে, পেলাম সেই নামের স্বার্থকতা। মা যে অমর। সে যে ফিরে ফিরে আসে যে পথেই হেঁটে চলি, যে রূপেই তাকে ডাকি, যে জীবনই অবলম্বন করি।

COMPUTER DEPARTMENT

Prof. Sudip Kumar Palit
HOD in-charge
Computer Science Department

I welcome you on behalf of the Department of Computer of Durgapur Women's College. Our Department was founded in 2009, starting with B.Sc. (Honours) Course in Computer Science. Now it has 1 contractual whole Time Teacher (Govt. approved), 6 Guest lecturers and 1 laboratory Assistant (Contractual) and more than 40 students for the current session (1st year, 2nd Year, 3rd year altogether). The department is equipped with a software lab, hardware lab and departmental library.

The objective of the Department is to impart quality education to those seeking admission in this Department. In particular, we aim to produce highly qualified graduates possessing fundamental knowledge of computing and information technology that can provide a good service tot he IT sector, academic and public sector.

The Department has good student strength and since its inception, the Department is maintaining and improving the academic standard as revealed in the performance of the students in the university examinations. After pursuing graduation degree they have job opportunities in IT sector, public sector or other private sector. They can also take admission in Master Degree in renowned universities and colleges all over India. After completion of master degree they can get high profile jobs either in corporate sector or in academics. Many of our students got job in IT sector, MNC's and different private institutions after completing graduation or completing Master Degree from different Colleges and Universities. We also try to give our students placement assistance in IT sector depending on their previous results and present performance in the College.

The faculty members are very sincere as well as caring and most of them are experienced. They inspire students to pursue higher studies and job. Departmental classes take place regularly to enrich the students. We have organized Departmental seminars and ICT based classes from last year. Studenets

get benefit from the departmental library and also they are given internet facilities in the lab.

All our previous students have consistently done well in exams and have made us proud. In 2012, the 1st batch of students, 9 students among 11 students got 1st class and one student got 79.25% marks being one of the top rank-holders securing highest marks in our college. in 2013, 3 students got 1st class. After that all batches passed out from our department have done well in the University examinations. Last year all the students who appeared in the final examination got 1st class and one of them got 97% marks. the highest marks in our college. Many of our pass outs students are well in the University examination, college competition and other activities of our college like NCC, NSS, annual program etc just like your senior students.

We would like to encourage all our existing students and new comers to maintain an amicable relationship with one anther, respect your seniors, teachers and all other staff members and make your parents and us proud for having you here.

Open Air

Joyita Goswami

'The world is a Book
And those who
Do not Travel
Read only a Page'

I didn't realise completely, how much true this quote is, untill I availed myself of the opportunity of going on an educational trip with my college friends and teachers from the department of economics and heartiest initiative from 15 days ago to make the Trip remarkable and educative. The students of Philosophy dept. also join in this trip.

perhaps, owe teachers understood our minds very well, they knew how to boost up owe energy, and refresh owe minds from our stressful and monotonous lifestyle. The plan was to visit Shantiniketan - 'Tagore's dreamland' including fossil park and Biogas production unit for power generation.

It was a cloudless, bright morning on the month of March, 2017, our excitement was at it's peak. We all got ready quickly and gathered at our college premises. Our bus left at about 9 a.m. . The journey was just super exciting suing all the new roads learing the known roads behind was just a nice feeling within one hour we reached Fossil park. As the name suggest, the place has some fossils which have been formed for millions of years. We saw all those fossils and took several photographs. It felt as if we all have returned to that old age. When those trees were alive. It was an awesome feeling. But with the Sun shining brighrer and the day getting hotter, We decided to take our Tiffin under the shade of a tree. We finished our Tiffin in no time as we all were very hungry. Then it was time to get up in our bus again and carry on our journey to our next destination.

Out next destination was a Bio gas production unit established by the Dept. of Environmental Studies. This project is an initiative taken by BURDS (i. e., Indo UK joint project). This was the first time opportunity for us to know how waste

becomes so important to produce energy, specially in rural areas. Here, we came to know that, how cow- dung, kitchen - wastes and other wastes are used to produce energy using proper technique and Solar energy and then that energy is used by a particular village in Shantiniketan.

This was a great experience for us. We were guided there by prof. Ramanshu Goswami and prof. Prabir Pal. Then it was time to bid them good bye; accepting their warm a affectionate invitation to visit again, Viswa Bharati. We all were very hungry, we rushed to the restaurant to take lunch. The food was just delicious, I have to admit.

After completing lunch, we relished ourselves with ice cream.

Then we walked another 15 minutes from the restaurant and reached Vishvabharati Campus finally. Walking through the red soil and vast endless shade of trees, I felt a sense of profound tranquility.

Some studnets of Vishvabharati, were busy to solve there Maths Problem with there teachers; some were practising Karate, while some others were having a refreshing chat and fun after day long studies. Every one was engagged in some thing or the other; every thing was jovial, but in a strange peaceful way.

We saw the stage where the University's convocation ceremony takes place. We saw 'Chhatimtala' and also saw the famous ' Prayer - Hall' where Maharshi Debendranath Tagore used to pray everyday.

After seeing the campus, we went to Rabindra Bhawan Museum. Entering the museum . I was amazed -- so many things to See; didn't know where from to start. It was thrilling to see the things used by Rabindranath Tagore in his every day life and also the letters, books, replicas of importnat and valuable things which form history to day. they were al well preserved by the authority. Life of Tagore becomes aline in in our minds with the things preserved there. It is often said that everything in this world is temporary and will be lost in the ' sands of time' one day - but does everything really get lost, I don't think so! Today Tagore is not withus anymore but the magical charm that Shantiniketan Creates on everyone's mind, is bound to make Tagore's life and thoughts came alive. 'Nothing is lost in this world, tings just transform themselves'.

I'ts said that 'time files' when you are having fun - it's so true ! our teacher's

becomes so important to produce energy, specially in rural areas. Here, we came to know that, how cow- dung, kitchen - wastes and other wastes are used to produce energy using proper technique and Solar energy and then that energy is used by a particular village in Shantiniketan.

This was a great experience for us. We were guided there by prof. Ramanshu Goswami and prof. Prabir Pal. Then it was time to bid them good bye; accepting their warm a affectionate invitation to visit again, Viswa Bharati. We all were very hungry, we rushed to the restaurant to take lunch. The food was just delicious, I have to admit.

After completing lunch, we relished ourselves with ice cream.

Then we walked another 15 minutes from the restaurant and reached Vishvabharati Campus finally. Walking through the red soil and vast endless shade of trees, I felt a sense of profound tranquility.

Some studnets of Vishvabharati, were busy to solve there Maths Problem with there teachers; some were practising Karate, while some others were having a refreshing chat and fun after day long studies. Every one was engagged in some thing or the other; every thing was jovial, but in a strange peaceful way.

We saw the stage where the University's convocation ceremony takes place. We saw 'Chhatimtala' and also saw the famous ' Prayer - Hall' where Maharshi Debendranath Tagore used to pray everyday.

After seeing the campus, we went to Rabindra Bhawan Museum. Entering the museum . I was amazed -- so many things to See; didn't know where from to start. It was thrilling to see the things used by Rabindranath Tagore in his every day life and also the letters, books, replicas of importnat and valuable things which form history to day. they were al well preserved by the authority. Life of Tagore becomes aline in in our minds with the things preserved there. It is often said that everything in this world is temporary and will be lost in the ' sands of time' one day - but does everything really get lost, I don't think so! Today Tagore is not withus anymore but the magical charm that Shantiniketan Creates on everyone's mind, is bound to make Tagore's life and thoughts came alive. 'Nothing is lost in this world, tings just transform themselves'.

I'ts said that 'time files' when you are having fun - it's so true ! our teacher's

looked at their watches and told us that it was almost time we should be heding back. We all became a list gloomy. So many things remained Unseen; but what do - ' time and tide, waits for none.' We started walking towards our bus with slow steps.

The interesting thing is that - the atmosphere provided by Visvabharati Campus was so relaxing, Cool and majestic, that it felt like a 'home away from home'

The most fascinating feature that struck me in this whole tour is – the ideology of Tagore of bleuding Education with Nature. With this thought, Visvabharati was established. Because nature is our mother, our greatest teacher, without whom education remains incomplete. Another most valuable thing learnt here – is the gravity of teacher student relationship; the purest relationship in the world. It should be free from all sorts of complexities and should be based upon mutual trust, affection and guidance.

Teaching remains incomplete if it is confined only within the four walls of the classroom; we can in fact, learn many more things when we visit different places, and interact with our teachers and friends outside the small boundary of the college. We are really thankful to our teachers for such an amazing educational trip which we will never forget.

Names of the Departments / Units Involved

Principal

Prof. Madhumita Jadodia nee Mitra

Librarian

Shri Praveen Shukla

HUMANITIES DEPARTMENTS

Department of Bengali :

Year of Establishment : 1980 (General) 2000 (Honours)

Dr. Anup Kumar Maji	(Assistant Professor)
Porf. Debdip Dhibar	(Assistant Professor)
Prof. Sunanda B. S. Mallik	(Assistant Professor)
Prof. Sunetra Mukherjee	(APTT)
Prof. Mahasweta Chatterjee	(Guest Faculty)
Prof. Vivekananda Garai	(Guest Faculty)

Department of Economics :

Year of Establishment - 1980 (General) & 2017 (Honours)

Dr. Debalina Gupta	(Associate Professor)
Dr. Krishanu Sarkar	(Assistant Professor)
Prof. Moumita Karmakar	(G.L.)
Prof. Mousami Baxshi	(G.L.)

Department of English :

Year of Establishment : 1980 (General) 1995 (Honours)

Prof Chandrima Das	(Assistant Professor)
Prof. Shyamasri Maji	(Assistant Professor)
Dr. Amitayu Chakraborty	(Assistant Professor)
Dr. Anugamini Rai	(Guest Faculty)
Prof. Runa Chatterjee	(Guest Faculty)
Prof. Soma Mondal	(Guest Faculty)

Department of Geography :

Year of Establishment - 2017 (Honours)

Prof. Surobali Murmu	(Guest Faculty)
Prof. Sabyasachi Das	(Guest Faculty)

Department of HIndi :

Year of Establishment : 2009 (General)

Prof. Soumma Kanta Chatterjee	(APTT)

Department of History :

Year of Establishment : 1980 (General) & 1986 (Hons.)

Dr. Manimanjari Mitra	(Associate Professor)
Dr. Ranjini Mukerji	(Associate Professor)
Prof. Sk. Wadekar Rahaman	(Assistant Professor)
Prof. Ajit Kumar Das	(Guest Faculty)
Prof. Arundhuti Sen	(Guest Faculty)

Department of Philosophy :

Year of Establishment - 1980 (General) & 2017 (Honours)

Prof. Abdul Aziz Us Subhan	(Assistant Professor)
Prof. Rajibul Islam	(Assistant Professor)
Prof. Kabita Chatterjee	(APTT)

Department of Political Science :

Year of Establishment : 1980 & 1995 (Honous)

Prof. Bijoy Prasad Das	(Assistant) Professor)
Prof. Manimala Ghosh	(Assistant Professor)
Prof. Nanda Mukherjee	(Govt. App. Part time Teacher)
Prof. Juni Bhattacharyya	(Govt. App. Part time Teacher)
Prof. Joyitree Thakur	(Govt. App. Part time Teacher)

Department of Psychology :

Year of Establishment : 2017 (Honours)

Prof. Debaparna Mukherjee	(Guest Faculty)

Department of Sanskrit :

Year of Establishment - General 1980 & Hons : 2008

Prof. Sangeeta Karmakar	(Assistant Professor)
Prof. Mitali Ghosh Moulik	(P. T. T. Govt. Approved)
Dr. Anima Panda	(Guest Faculty)
Prof. Tuntun Pal	(Guest Faculty)
Prof. Ram Sou Mondal	(Guest Faculty)
Prof. Sanchita Goswami	(Guest Faculty)
Prof. Swati Chatterjee	(G.L.)
Prof. Shreyasree Das	(G.L.)

SCIENCE DEPARTMENTS

Department of Botany :

Year of Establishment : 2017 (General)

Prof. Sumit Basu Sarbadhikary	(Guest Faculty)

Department of Chemistry :

Year of Establishment : 1984 (General) & 2000 (Honours)

Dr. Parikshit Mandal	(Assistant Professor)
Dr. Riya Mukherjee	(Guest Faculty)
Prof. Arpita Bid	(Guest Faculty)
Prof. Arpita Banerjee	(Guest Faculty)
Prof. Sumana Mete	(Guest Faculty)
Prof. Jiko Raut	(Guest Faculty)
Smt. Neena Bhadra	(Graduate Lab Instructor)

Department of Computer Science :

Year of Extablishment : 2009 (Honours)

Prof. Sudip Kumar Palit	[Contractural Whole Time Teacher (Govt. Approved)]
Prof. Ramkrishna Rakshit	(Guest Faculty)
Prof. Smitaparna Biswas	(Guest Faculty)
Prof. Gurudev Adhikary	(Guest Faculty)
Prof. Baishali Dey	(Guest Faculty)
Prof. Arjita Benerjee	(Guest Faculty)
Prof. Dolon Dutta	(Guest Faculty)

Department of Electronics :

Year of Establishment : 1994 (General Course)

Dr. Dulal Chandra Sen	(Associate Professor)

Department of Mathematics :

Year of Establishment : 1984 (General) & 2002 (Honours)

Prof. Surajit Karmakar	(Assistant Professor)
Prof. Ashima Mondal	(Guest Faculty)
Prof. Sutapa Mondal	(Guest Faculty)
Prof. Biplab Dey	(Guest Faculty)
Prof. Palash Roy	(Guest Faculty)
Prof. Arjita Banerjee	(Guest Faculty)

Department of Physics :

Year of Establishment : 1985 (General) & 2005 (Honours)

Dr. Seema Sen	(Associate Professor)
Prof. Arup Kanti Kole	(Assistant Professor)
Prof. Ankita Dawn	(Guest Faculty)
Prof. Sreerupa Chongdar	(Guest Faculty)
Prof. Surja Sarkar	(Guest Faculty)
Smt. Jayashree Mitra	(Graduate Lab Instructor)

Department of Zoology :

Year of Establishment 2017 (Honours)

Prof. Ramansu Goswami	(Guest Faculty)
Prof. Atrayee Dey	(Guest Faculty)

Department of Environmental Studies :

Year of Establishment 2017 (Honours)

Dr. Debalina Kar	(Guest Faculty)

Library Staff :

Sl. No.	Name	Designation
1.	Smt. Soma Majumdar	Library Clerk
2.	Ms. Chadni Singh	Library Attendant (Casual)
3.	Ms. Kamala Majumder	Library Attendant (Casual)

Members of the Non-Teaching Staff :

1.	Smt. Gouri Joardar	Lab. Attendant in Chemistry
2.	Shri Rabindra Nath Saha	Lab. Attendant in Chemistry
3.	Smt. Mitra Roy (Sarkar)	Lab. Attendant in Physics
4.	Shri Goutam Mondal	Lab. Attendant in Electronics
5.	Smt. Putul Rani Banik	Office Peon
6.	Shri Gobinda Behra	Sweeper
7.	Shri Prabhat Kr. Mandal	Generator - Cum - Pump Operator

Member of the Casual Staff :

1.	Mr. Samar Chandra Deb	Cashier
2.	Mr. Utpal Banerjee	Accountant
3.	Mr. Goutam Singh	Lab. Assistant
4.	Ms. Sima Sil Roy	Office Assistant
5.	Mr. Sujit Mondal	Office Assistant
6.	Ms. Sumita Chakraborty	Office Attendant
7.	Mr. Saheb Goswami	Office Attendant
8.	Ms. Chandni Singh	Library Attendant
9.	Mr. Bachhu Balmiki	Lab Attendant

Members of Governing Body

1)	Sri Tapas Banerjee	President Govt. Nominee
2)	Dr. Lakshmi Narayan Neogi	Govt. Nominee
3)	Prof. Snigdha Chandra	WBHFC Nominee
4)	Prof. Papri Pal	University Nominee (Member)
5)	Prof. Sk. Abdul Halim	University Nominee (Member)
6)	Prof. Chandrima Das	Teachers' Representative (Member)
7)	Sri Parveen Shukla	Teachers' Representative (Member)
8)	Smt. Neena Bhadra	Teachers' Representative (Member)
9)	Sri Goutam Mondal	Non-Teaching Representative (Member)
10)	Prof. Madhumita Jadodia	Principal & Ex-Officio Secretary

Mousumi Dey
(2nd Year)

Anwesha Dey
(3rd Year)

Puja Mal

Jhilik Maity

Anisha Mandal
(1st Year)

Priyanka Sarkar
(1st Year)

Mrittika Biswa
(1st Year)

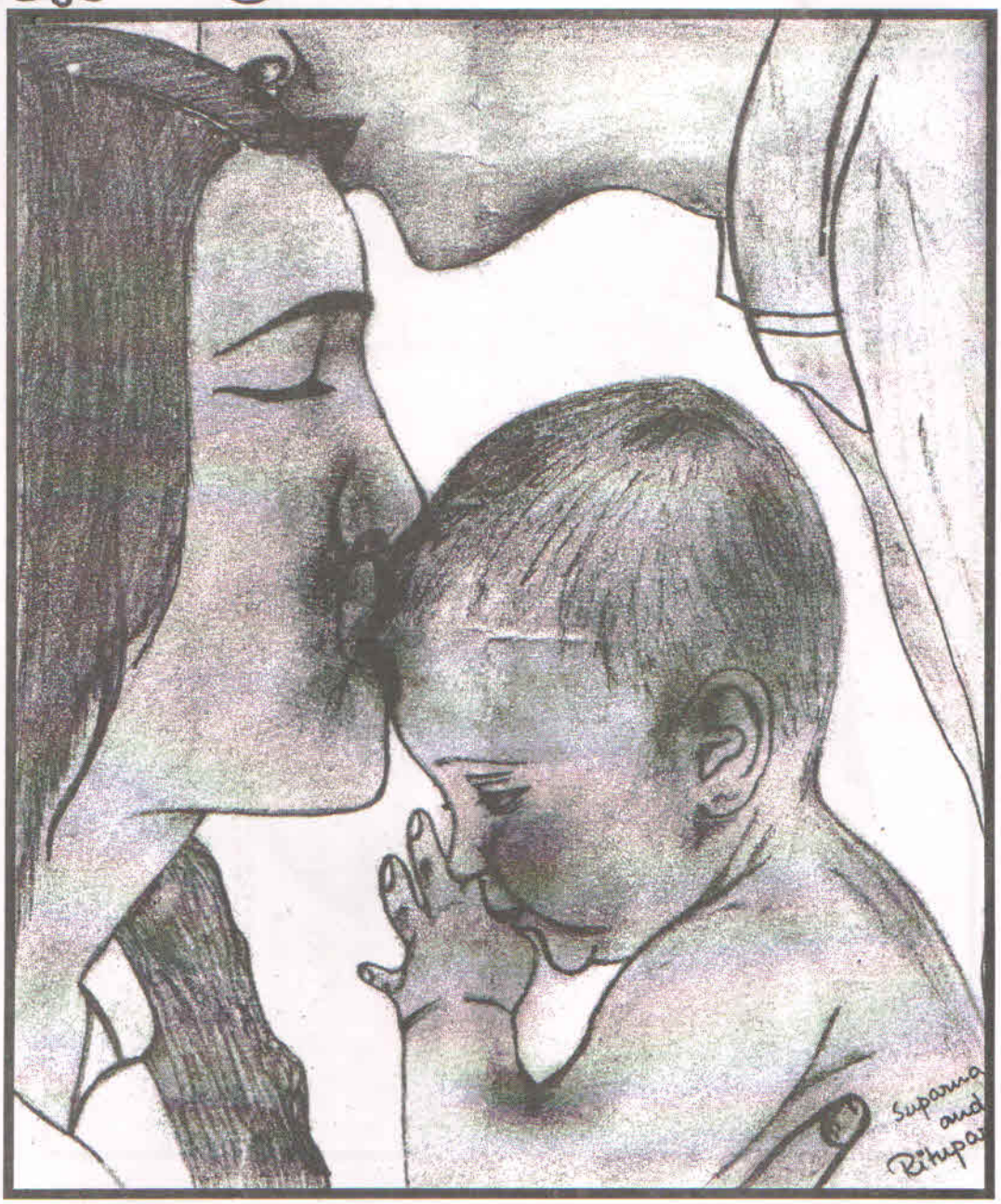

Suparna Ghosh
(3rd Year)

Moumita Kundu

Student Union Members ▲

▶ Student Union Members with Principal

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ পত্রিকা

২০১৬-২০১৭